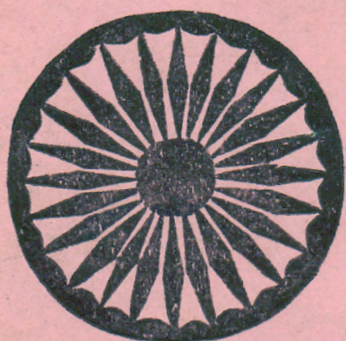


উপাঙ্গনা



ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাশয়ের



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

উ পা স না

ট্রিপিটক বাগীশ্বর

ভদ্র আত্মমিত্র মহাশয়ের

সংস্কারক নিখিল ভারত ভিক্ষুসংঘ

আনন্দ ধাম

বৌদ্ধপল্লী, ইছাপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

পশ্চিমবঙ্গ ।

U P A S A N A

By Ananda Mitra Mahathera

© গ্রন্থকার

প্রথম প্রকাশ : ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং

প্রকাশক : সদ্ধর্ম প্রচার পরিষদ

মুদ্রক : মহাবোধি প্রেস

মানিকতলা, ইছাপুর, ২৪ পরগণা (উঃ)

প্রাপ্তিস্থান :

সদ্ধর্ম প্রচার পরিষদ

তথাগত বিহার

মানিকতলা বৌদ্ধপল্লী, ইছাপুর-৭৪৩১৪৪,

২৪ পরগণা (উঃ), পশ্চিমবঙ্গ ।

৭

মূল্য — পাঁচ টাকা মাত্র ।

বক্তব্য

প্রয়োজন বেশী বলে উপাসনা পুস্তক পূর্বে অনেক প্রকাশিত হয়েছে। তাদের অনেকগুলি এখন ছুপ্রাপ্য। অল্প কয়েকটি ছাওয়া গেলেও মূল্য বেশী। অথচ পরিবারের সবার হিতের জন্যে প্রতি পরিবারে অন্তত এমন একটি বই থাকা একান্ত প্রয়োজন। যথা-সম্ভব স্বল্প দামে প্রতি পরিবারে বিতরণের উদ্দেশ্যে আমি এ উপাসনা পুস্তকটি সর্বসাধারণের উপযোগী করে সংকলন করেছি। এতে কেবল সাধারণ গৃহী নয়, বিচারশীল বিজ্ঞ গৃহী এবং ভিক্ষু-শ্রামণও উপকৃত হবেন।

উপাসনার প্রতি সবাইকে আকৃষ্ট করবার জন্য পুস্তকের প্রথমে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছি। গাথা প্রীতিপ্রদ বলে প্রথম অধ্যায়ে যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে ত্রিশরণ-গাথা ও ত্রিরত্নের গুণ-সম্বলিত গাথা সংযোগ করেছি। তাঁরা তা কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করে চিত্ত প্রসাদ এবং পুণ্যসম্পদ অর্জন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুরুচি তাপসের বুদ্ধোপাসনা ও তার ফল এবং সারীপুত্র স্থবিরের বুদ্ধ ও ধর্মোপাসনা পালিসহ প্রকাশ করেছি। তাতে সর্বসাধারণ মহাজ্ঞানীদের বুদ্ধোপাসনার উপায় এবং তার ফল সম্বন্ধে অবগত হবে। উৎসাহী ভক্তগণ আত্মার্থে ও পরার্থে গাথা-গুলি কণ্ঠস্থ করতে পারবে। তৎপর বোধিসত্ত্বের মানসপূজা ও তার ফল সংযোগ করেছি। এটা এ সমাজে অভিনব। এ অধ্যায়ের বিষয় এর আগে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূজা, পুণ্যদান ও প্রার্থনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ‘যং কিঞ্চি কুসলং কহা পথনং ঠপেত্বেং’—যে-কোন পুণ্যকর্ম করে কিছু প্রার্থনা করা উচিত। তাও ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে হবে।

দান সম্বন্ধে বহু পুস্তকে আছে এবং ধর্মও শুনা যায় বলে বাহুল্যের কারণে এ পুস্তকে পৃথকভাবে দেওয়া হয় নি।

চতুর্থ-অধ্যায়ে সর্বসাধারণের উপযোগী কেবল গৃহীণীল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ এখানে অর্থকথা হতে পঞ্চাশীল পালনের ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'সঞ্জীবনী সুধা' নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে সবার পক্ষে একান্তই মঙ্গলজনক ভাবনার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্বসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ৪টি সূত্র ও ৫টি পরিত্রাণ প্রকাশ করা হয়েছে। রত্নসূত্রের প্রত্যেক গাথা স্বতন্ত্র। শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এখানে বুদ্ধের গুণসম্বলিত গাথাগুলি একস্থানে দেওয়া হয়েছে। পরিত্রাণগুলি সর্বসাধারণের হিতার্থে ভিক্ষুদের দ্বারা সংকলিত। 'জয়পরিভ্রং'টি সুশৃঙ্খল করে 'আনন্দলোকে' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ না থাকায় কেউ কেউ আপত্তি তুলেছে। তাই এখানে তা অনুবাদ সহ প্রকাশ করা হয়েছে। 'সীবলী পরিভ্রং' এর রচনায় বিবিধ দোষ পরিদৃষ্ট হওয়ায় তা শুদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। পালিভাষা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণই এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ক এ 'রত্নহার' নামে যে উপদেশাবলী সংযোজিত হয়েছে ঐ রত্নগুলি জাগতিক সর্বরত্ন হতে বেশী মূল্যবান। সর্বসাধারণের সুবিধার্থে ঐগুলি পয়ার ছন্দেই রচনা করেছি। যে ব্যক্তি এই 'রত্নহার' কণ্ঠে ধারণ করবেন তিনি নিশ্চয়ই প্রজ্ঞাবান হবেন। বালক বালিকাগণ এই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করলে তাদের জীবন সুশোভিত, অব্যর্থ ও মঙ্গলময় হবে।

বাঙালিদের বাঙলা-উচ্চারণ শুদ্ধ নয় বলে শিক্ষিত বাঙালিও শুদ্ধরূপে পালি উচ্চারণ করতে পারেন না। তাই পরিশিষ্ট 'খ' এ 'পালি উচ্চারণ' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি সংযোজন করেছি। আশা করি ভিক্ষু-শ্রামন এবং জ্ঞানী গৃহিণী গণ শুদ্ধরূপে পালি উচ্চারণ করতে চেষ্টা করবেন।

ভূমিকা

কায়-বাক্য মনে ও আহারে বিহারে যথাযথভাবে সংযত না হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং ধর্মজীবন যাপনে নানা বাধা বিপত্তি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সম্যক ধর্মানুশীলন ব্যতীত চিত্ত সংযত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ চিত্ত সতত চঞ্চল। ধর্মপদের চিত্ত বর্গে আছে 'ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুম্মিবারং'। চিত্ত স্পন্দনশীল, চপল, তা'কে ঠিকভাবে রাখা দৃষ্কর, দমন করা দুরূহ। চিত্ত ঠিক না থাকলে তার পরিণাম হয় ভ্রাবহ।

চিত্তসংযমের প্রথম সোপান হচ্ছে নিয়মিত উপাসনা। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নের গুণকে অবলম্বন করে উৎপন্ন কুশলচিত্তে প্রণাম নিবেদনই ত্রিরত্ন উপাসনা বা বৌদ্ধ উপাসনা।

উপাসনায় কুশল চেতনা বা পুণ্য সম্পদ যেমন উৎপন্ন ও বর্ধিত হয় তেমন মনের 'একাগ্রতা' ও বর্ধিত হয়। কুশলচিত্তের একাগ্রতাই অন্তর্নিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তা মনেরই একাগ্রতা প্রসূত। বলা বাহুল্য মহাপুরুষগণের বিরাট সাফল্যের মূলে আছে কুশলচিত্তের একাগ্রতা। সবারই সাফল্যলাভের এই একই পন্থা। একাগ্রতা লাভের জন্য উপাসনা মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে উক্ত উপাসনার উপায়, প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে রয়েছে অনুক্রমে ত্রিশরণ ও ত্রিরত্নের গুণ সম্বলিত গাথা, সূরুচি তাপসের বুদ্ধোপাসনা ও তার ফল এবং শারীপুত্র স্থবিরের বুদ্ধ ও ধর্মোপাসনা এবং বোধিসত্ত্বের মানসপূজা ও তার ফলের ব্যাখ্যা। এতে আরো রয়েছে পূজায় পুণ্যদান করে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা, পঞ্চশীল পালনের ফল, সঙ্ঘবিনীসূচা নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে ভাবনার বিষয়, বাংলা অনুবাদ-সহ রত্নসূত্র, করনীয়মৈত্রী সূত্র, মহামঙ্গল সূত্র, আটানটিয় সূত্র, বোধিঙ্গ পরিজ্ঞান, জয় পরিজ্ঞান, অঙ্গুলিমাল পরিজ্ঞান, সীবলী পরিজ্ঞান এবং পরিজ্ঞান পাঠের ফল। পরিশেষে পরিলিখিত 'ক' এ 'রত্নহার' নামে উপদেশাবলী এবং 'খ' এ পালি উচ্চারণ নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংযোজন।

প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা গ্রন্থকার মহোদয়ের 'বক্তব্যে' পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই ভূমিকা লেখকের কর্তব্যের মধ্যে হলেও সেগুলির পুনরুল্লেখ করে ছে'টু ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন মনে করি।

এ গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের মানসপূজা ও তার ফল বর্ণনা সম্পূর্ণ অভিনব। ইতিপূর্বে ইহা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। কাজেই এটাকে গ্রন্থকার মহোদয়ের অবদান বলতে পারি। রত্নসূত্রের গাথাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো অভ্যাস চমৎকার হয়েছে। গ্রন্থকার মহোদয়ের মহামঙ্গল সূত্র অভিনব নিদান সংযোজন জ্ঞানাজীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। সীবলী পরিজ্ঞানের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে তার শুদ্ধ ও সশৃঙ্খল রচনা গ্রন্থকার মহোদয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এই ত্রুটি মূঠ সংকলক ও জনসাধারণের দৃষ্টি এড়ালেও তাঁর ভীষ্ম দৃষ্টি এড়ায়নি। জয় পরিজ্ঞানের

বাংলা অনুবান পাঠকের পক্ষে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রত্যেক সূত্রের এবং পরিচালনের শেষে সূত্রের এবং পরিচালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার আবৃত্তির সুফল বিশ্লেষিত হওয়ায় এবং 'রত্নগার' পরিণিবেদে সংযোজিত হওয়ায় এই পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পুস্তিকার প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত সরস এবং সহজবোধ্য। হওয়ায় সর্বসাধারণ নিশ্চয়ই এতে অনেক অজ্ঞাত বিষয় সহজে জ্ঞাত হবেন বিশেষ উপকৃত হবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সর্বসাধারণের হিতার্থে তাদের উপযোগী করে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং সকল তথ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন নিখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সংখনায়ক ত্রিপিটক বাণীশ্বর পরম শ্রদ্ধেয় ভদ্রান্ত আনন্দমিত্র মহাধের বৌদ্ধ জনগণের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত করার এটা তাঁর আর একটা প্রয়াস। সেই সুদূর অতীত হতে ধর্মদেশনা ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন এবং প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে যে প্রয়াস তিনি চালিয়ে আসছেন তা যে এখনও অব্যাহত আছে এটা তার আর একটা প্রমাণ। তিনি কৃতবিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, মহান শিক্ষক, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, আদর্শভিক্ষু, কল্যাণমিত্র মৈত্রীর প্রতীক এবং মহাসাধক। শ্রুতানে মন্থানে, স্বাপদ সংকুস অরণ্যে, নিজ'নবাসে দীর্ঘকাল অতিকর্মহিত করে তিনি হৃৎথ থেকে মুক্তি পথের গভীর তত্ত্বের অধিকারী। তাঁর আদর্শ জীবন যাপন ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। কাজেই তাঁর পরিচিতির আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

এ জাতীয় বহু পুস্তক থাকা সত্ত্বেও কেন এই সাধারণ 'উপাসনা' পুস্তকটি তিনি রচনা করেছেন তা বিজ্ঞবাক্তি মাগ্নই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এই অপূর্ব পুস্তিকাটি সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয় সম্ভারে পরিপূর্ণ এবং এটা এ জাতীয় পুস্তকের অংগনে একটা অভিনব নিখুঁত সংযোজন বললে অতুক্তি হয়না। গ্রন্থকার মহোদয়ের পরিণত বয়সের এই রচনা ক্ষুদ্র হলেও প্রাণবান ব্যক্তি মাগ্নকেই ধর্মশ্রমী হবার প্রেরণা দান করবে। ইহা আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি।

আমার ধর্মজ্ঞানের পরিসর স্বল্প হলেও গ্রন্থকার মহোদয় আমাকে এই ধর্মপুস্তকের ভূমিকা লিখতে আদেশ দিয়ে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের পরিচয় দিয়েছেন। উজ্জনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমি অতি সংক্ষেপে এই ভূমিকা লিখে তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম।

বৌদ্ধ উপাসনা নিয়ে মানুষের জীবনে কল্যাণ ও শান্তি।
'সত্যাসন্ধানী'

বৌদ্ধপত্রী, মানিকতলা,
ইচাপুন্ড, উত্তর ২৪ পরগণা
পৌষ পূর্ণিমা, ১৩৯৫।

চারু চন্দ্র তালুকদার।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। উপাসনার প্রয়োজনীয়তা	১
২। শরণ গ্রহণ	৮
৩। বুদ্ধোপাসনা	৯
৪। ধর্মোপাসনা	১২
৫। সংঘোপাসনা	১৪
৬। ত্রিরত্ন, চৈত্য ও গুরু বন্দনা	১৬
৭। ত্রিরত্ন ও সর্বচৈত্য বন্দনা	১৮
৮। সংঘ প্রণাম	১৮
৯। স্মৃতির বুদ্ধোপাসনা	১৯
১০। বুদ্ধোপাসনার ফল	২২
১১। সারীপুত্রের বুদ্ধ ও ধর্মোপাসনা	২৫, ২৬
১২। বোধিসত্ত্বের মানসোপাসনা	২৯
১৩। পুষ্প—প্রদীপ—মুগন্ধ—আহার—ভৈষজ্য পূজা	৩২, ৩৩
১৪। বিশেষভাবে ত্রিরত্ন পূজা	৩৪
১৫। সীবলী পূজা	৩৪
১৬। পুণ্যদান ও প্রার্থনা	৩৫
১৭। শীল	৩৭
১৮। পঞ্চশীল পালনের ফল	৪০
১৯। ভাবনা সম্বন্ধে সুখ	৪২
২০। পরিত্রাণ প্রার্থনা ও দেবতা নিমন্ত্রণ	৩৭
২১। রতন সূক্ত	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
২২। আটানাটীয় স্তুতং	৫৪
২৩। করণীয় মেত্ৰস্তুতং	৫৯
২৪। মহামঙ্গল স্তুতং	৬১
২৫। বোজ্জঙ্গ পরিত্তং	৬৫
২৬। জয় পরিত্তং	৬৭
২৭। মঙ্গল পরিত্তং	৭০
২৮। অঙ্গুলিমাল পরিত্তং	৭৩
২৯। সীবলী পরিত্তং	৭৪
৩০। রত্নহার	৭৮
৩১। পালি উচ্চারণ	৮৩

“নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মা সমুদ্বাস্ম”

উপাসনা

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

‘দুঃখভো মনুষ্যন্ত-পটিলাভো’ — মানব জীবন লাভ দুর্লভ । ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ । এজন্য সম্যক সমুদ্ব ও সমুদ্ধের উৎপত্তি এই মানবকুলে । যোগী-ঋষি এবং সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি জ্ঞানিগণও কেবল এই মানবের মধ্যেই উৎপন্ন হন । কারণ একান্ত সুখময় স্বর্গ-ব্রহ্মলোক হতে সুখ-দুঃখমিশ্রিত মনুষ্যলোকই প্রজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পদ উৎপত্তি ও বৃদ্ধির প্রধান ক্ষেত্র । অতীত পুণ্য-প্রভাবে এমন শ্রেষ্ঠ মানবকুলে অষ্ট অক্ষণ^১ বর্জিত উত্তম মানব-জীবন লাভ করে যারা নিরয়, প্রেত অথবা পশু-মানবের জীবন যাপন করে তারা বর্বরোচিত জীবন-যাপনকারী নরেন্দ্রের ন্যায় নিতান্তই হতভাগা ।

প্রত্যেক মানব আপন আপন কৃত-কর্মের প্রতীক মাত্র । কর্মই মানবকে পর্বতের মত সমুন্নত এবং রসাতলের ন্যায় অবনত করে । বিচারশীল বিজ্ঞ মানবের পক্ষে তাই অবনতি-কারক অকুশল কর্ম বর্জন করে উন্নতি-কারক কুশল কর্মই সম্পাদন করা উচিত ।

১। নিরয়, প্রেত, তির্যক, অরূপ-অসংজ্ঞসত্ত্ব লোক, প্রান্ত দেশ, অহেতুক জন্ম, নিরত-মিথ্যা দৃষ্টি-কুল ও বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময় ।

উপাসনা একটি উত্তম কুশল কাজ । উপাসনা অর্থ সেবা, পূজা, আরাধনা এবং উপাস্যের সন্নিহিত হওয়া । উপাসনার সময় উপাসক উপাস্যের সম্মুখে উপস্থিত হন । বৌদ্ধগণ চৈত্য-বেদীতে পুষ্পাদি পূজোপকরণ অর্পণ করে ত্রিরত্নের গুণ আবৃত্তি ও বন্দনার দ্বারা ত্রিরত্নের উপাসনা করেন । যে-কোন ভাষায় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ত্রিরত্নের গুণ আবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্র ও একাগ্র চিত্তে উপাসনা করা উচিত । উপাসনার সময় চিত্ত যদি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, গুণ আবৃত্তির সময় বাক্যের অর্থ বুঝা না যায় এবং ত্রিরত্নের কোনও রত্নের প্রতি ক্ষণিকের জন্যও চিত্ত একাগ্র না হয়, তথাপি কমপক্ষে দৈনিক ছ'বার নিয়মিত উপাসনা করে যেতে হবে । তা কিছুতেই বাদ দেওয়া উচিত নয় । ধার্মিক মুসলিম নরনারী দৈনিক পাঁচ বার উপাসনা (নমাজ্জ) করেন । নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা এসব ক্রটি ক্রমে বিদূরীত হলে উপাসনার বিপুল ফল উপাসক প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারেন ।

ভিক্ষু ধর্মবিহারী তাঁর ‘বিদর্শন-ভাবনা’ নামক পুস্তকে লিখেছেন—“উপাসনার সময় মনোবৃত্তিকে এমনভাবে গঠন করিতে হয়, যেন প্রত্যেকটি শব্দের সহিত মনের সংযোগ থাকে । প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় । সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে না পারিলে মন দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে হয় । নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ভাবের অনুকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট মনে তাহার রস সম্ভোগ করিতে হয় । নিজের অর্থবোধে কোন সংশয় থাকিলে কল্যাণমিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় অপনোদন করিতে হয় ।

যে উপাসনায় নীচ প্রবৃত্তিগুলি ধুইয়া মুছিয়া দূর হইয়া যায়, সকল পাপের মলিনতা, সকল কলুষ-কালিমা ত্রিরত্নের গুণ-প্রবাহের তরঙ্গাভিঘাতে অতলে তলাইয়া যায় — তাহাই যথার্থ উপাসনা । যে উপাসনা ধর্ম ও কর্মের সাধনায় প্রেরণা প্রদান করে, স্বার্থান্ধ

নয়নে দিব্যদৃষ্টি ফুটাইয়া দেয়, সংকীর্ণ হৃদয়কে বিশাল করে, সংকুচিত বক্ষকে উদার ও প্রশস্ত করে, বিদ্রোহ-জর্জর চিত্তে মৈত্রীর অমিয়ধারা বর্ষণ করে এবং ঈর্ষানুকূল অগ্নিপল্লবে অশ্রু সিঞ্চন করে তাহাই যথার্থ গুণানুস্মরণ — তাহাই প্রকৃত উপাসনা । এই গুণানুস্মরণে মনের সহিত প্রাণের যোগভ্রষ্ট হয় না, ভাবের সহিত ভাষার বিচ্ছেদ রচিত হয় না, সুরের সহিত চিত্ত-প্রশান্তির বিরোধ থাকে না এবং আবৃত্তির সহিত রসাস্বাদনের ভেদ ঘুচিয়া যায় — ইহাই প্রকৃত উপাসনা । যে-গুণানুস্মরণে উপাসকের হৃদয়গুহায় গুণীর মিলন ঘটে, উপাসক গুণের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেই পরম রসাদ্র প্রাণ-মনোহারী রত্নত্রয়ের গুণে নিজকে বিকাইয়া দিতে পারিলেই উপাসনা সফল হয় ।”

উপাসনার সময় বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের গুণ অনুস্মরণে কর্মস্থান ভাবিত হয় । ক্রমিক অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা একাগ্র চিত্তে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে উপাসনা করতে সক্ষম হলে তার ফল হয় মহাসমুদ্রের জলরাশির মত অপ্রমেয় । তা শুধু একজন্মে নয় আনির্বাকাল কল্প-কল্পান্ত বিপুল ভবসুখ এবং শেষে পরম শান্তি নির্বাণ-সুখও প্রদান করে থাকে ।

উত্তমরূপে উপাসনা সম্পাদিত হলে তার প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—

৩। ‘সম্মতিস্মো হোতি সগারবো’— উপাসক ত্রিরত্নের প্রতি সম্মান ও গৌরববহুল হয় ।

২। ‘পীতি-পামোজ্জবহুলো চ হোতি’ — প্রীতি-প্রমোদবহুল হয় । প্রীতি অর্থ আনন্দ এবং প্রমোদ অর্থ তরুণ-প্রীতি । প্রীতি কুশলাকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়ে পুণ্য ও পাপ বর্ধন করে । এখানে পুণ্যবর্ধক প্রীতিই অভিপ্রেত । এই প্রীতি সপ্ত বোধ্যঙ্গের অন্যতম । চক্রবর্তী রাজার সপ্ত রত্নের মধ্যে মণি-রত্ন যেমন দিবারাত্র যোজনব্যাপী

স্থান আলোকে উদ্ভাসিত করে, তেমন ধর্মরাজ সমাক সম্মুখের সপ্ত বোধাঙ্গ-রত্নের মধ্যে প্রীতি-বোধাঙ্গরত্ন উপাসকের চিত্তাকাশ পুণ্যালোকে নিত্য জ্যোতির্ময় রাখে । তিনি হন পুণ্যাত্মা এবং দেব-মানব সবার প্রিয় । তাঁর জীবন থাকে সর্বদা সুখাশ্রুত । কারণ ৪র্থ ও ৫ম ধ্যান ব্যতীত প্রীতির সাথে সুখ নিরন্তর বিরাজ করে । তেমন ব্যক্তির নিকট মহা অনিষ্টকর ক্রোধ প্রায় উৎপন্ন হয় না । বিশেষ কোনও কারণে উৎপন্ন হলেও অতি দুর্বলভাবে উৎপন্ন হয় এবং কমলদলে বারিবিन्दুর ন্যায় শীঘ্রই অপনোদিত হয় । প্রীতিহেতু রক্তের শুদ্ধতাবশতঃ তেমন ব্যক্তি নীরোগ চিরযৌবনসম্পন্ন এবং সুদীর্ঘজীবী হন ।

৩। ‘সদ্ধাবেপুল্লং অধিগচ্ছতি’ — শ্রদ্ধার বিপুলতা লাভ হয় । শ্রদ্ধা সপ্ত আর্ষধনের আদি । সেই উপাসকের শ্রদ্ধাধন ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে বোধিপক্ষীয় ধর্ম ‘শ্রদ্ধেন্দ্রিয়’ ও ‘শ্রদ্ধাবল’ এ পরিণত হয় । হস্তহীন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সম্মুখের খাদ্য, বীজহীন কৃষক বিপুল শস্য এবং বিত্তহীন দরিদ্র অপ্রমেয় ভোগ্যবস্তু দর্শন করলেও যেমন ঐসব ভোগ করতে পারে না, তেমন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও এবং সুযোগ লাভ করলেও সর্বসুখের আকর পুণ্য-সম্পদ অর্জন করতে পারে না । শ্রদ্ধাহীন বহুশ্রুত ব্যক্তির শ্রুতিজ্ঞান হুম্মশক্তি-রহিত ব্যক্তির তুচ্ছ বিবিধ উত্তম খাদ্যের ন্যায় অনিষ্টকারী হয়ে থাকে ।

৪। ‘সত্তিবেপুল্লং অধিগচ্ছতি’ — সেই উপাসকের স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হয় তাঁর স্মৃতি তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে বোধিপক্ষীয় ধর্ম স্মৃতি-ইন্দ্রিয় ও ‘স্মৃতি-বল’ এ পরিণত হয় । সম্যক স্মৃতি সর্বার্থসাধক বলে বুদ্ধকৃত্তক প্রশংসিত । এই স্মৃতির অপর নাম ‘প্রতিভা’ — ‘অপ্রমান’ স্মৃতিমান অপ্রমত্ত ব্যক্তি অমর । অপ্রমত্তা ম মীয়ন্তি । স্মৃতিহীন প্রমত্ত ব্যক্তি ধনী এবং শিক্ষিত হলেও জীবিত অবস্থায় ও মৃত । ‘যে পমত্তা যথা মতা’ ।

৫। 'পূজাবেপুল্লং অধিগচ্ছতি'— সেই উপাসকের প্রজ্ঞা বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রজ্ঞা অনুক্রমে বধিত হয়ে বোধিপক্ষীয় ধর্ম 'প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়' ও 'প্রজ্ঞাবল' এ পরিণত হয়। নক্ষত্রদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মানবের সর্বগুণের মধ্যে প্রজ্ঞাই প্রধান। নক্ষত্র-রাজি নক্ষত্ররাজ চন্দ্রকে যেমন অনুসরণ করে তেমন মানবের সকল গুণধর্ম প্রজ্ঞাবানেরই অনুগমন করে থাকে।

৬। 'পূজাবেপুল্লং চ অধিগচ্ছতি' — সেই উপাসকের পুণ্যসম্পদ শুক্রপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দৈনন্দিন বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। পুণ্যই সর্বসুখের আকর। পুণ্য প্রভাবেই জীবের সর্বপ্রকার মনুষ্য-দেব-ব্রহ্মসুখ এবং লোকোত্তর নির্বাণসুখ, এমন কি সমাক সমুদ্র ই ও লাভ হয়ে থাকে।

৭। 'ভয়-ভেরবসহো হৃদ্ধাধিবাসন-সমথো হোতি' — সেই উপাসক সিংহের ন্যায় নিভীক এবং সর্বভুত-সহন শক্তিসম্পন্ন হন, তিনি অসাধ্য সাধন করে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন।

ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেডি সেয়াড তাঁর 'পরমথ-দীপনী' নামক পুস্তকে লিখেছেন — 'রত্নত্রয়ের গুণকে অবলম্বন করে উৎপন্ন কুশল চিত্তে প্রণামই ত্রিরত্ন বন্দনা। এই বন্দনায় যে বিপুল কুশল চেতনা বা পুণ্যসম্পদ উৎপন্ন হয়, তা অনুপাদিশেষ নির্বাণলাভ পর্যন্ত অন্তরায় বিনাশনাদি অপ্রমেয় মঙ্গল সংসাধন করে থাকে। তাই বলা হয়েছে —

'তে তাদিসে পুজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে

ন সকা পুঞ্জং সংখাতুং যমে'থম'পি কেনচি।'

— তাদৃশ অকুতোভয় নির্বৃত্তদের পূজায় যে পুণ্য হয়, তা নর-দেব-ব্রহ্মা কেউ প্রমাণ করতে পারেন না।

ত্রিরত্ন বন্দনায় কিরূপে অন্তরায় বিনাশ হয়? বন্দনার সময় প্রত্যেক চিত্ত-বীথিতে সাতবার করে বহু লক্ষ কোটি কুশল চেতনা বা কর্ম সম্পাদিত হয়ে মহাপুণ্য-প্রবাহ প্রবর্তিত হয়। তা ও অন্তরায় পুণ্যক্ষেত্র ত্রিরত্নকে অবলম্বন করে প্রবর্তন হেতু বন্দনাকারীর শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞাদি গুণানুসারে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও মহামঙ্গলদায়ক হয়ে থাকে। আলোক-প্রভাবে অন্ধকার অপনোদিত হওয়ার ন্যায় সেই পুণ্যপ্রভাবে রোগাদি যাবতীয় অন্তরায় বিদূরীত হয় এবং তা বন্দনাকারীর জন্ম সময়ে লব্ধ জনক-কর্মকে শক্তিশালী করে বলে তাঁর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল বর্ধিত হয়। তদ্ব্যতীত উক্ত হয়েছে—

‘অভিবাদনসীলিন্স নিচ্চং বুদ্ধ্যাপচায়িনো

চস্তারো ধম্মা বজ্জন্তি আয়ু বধ্ধং সুখং বলং।’

— নিত্য জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধসেবক এবং অভিবাদনশীল ব্যক্তির আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এ চার সম্পদ বর্ধিত হয়।

ত্রিরত্নের এক এক গুণ স্মরণ করে। বন্দনায় যে পুণ্যসম্পদ লাভ হয়, তাও অন্তরায় বিনাশ করতে সক্ষম। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অপ্রমেয় গুণসম্পন্ন ত্রিরত্নের স্বল্প গুণ ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হতে পারেন না। বিশেষতঃ তাঁরা কেবল অন্তরায় বিনাশ ইচ্ছা করেন না। ইহা কর্মস্থান ভাবনার আলম্বন বলে বন্দনার সময় চিত্ত ‘ক্ষণিক-সমাধি’তে সমাহিত হয় এবং পক্ষ নীবরণ অপনোদিত হয়ে প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণ হয়।

ত্রিরত্নগুণ-চিন্তায় ও বন্দনায় ত্রিরত্নের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং চিত্ত নীবরণমুক্ত ও পবিত্র হয়ে তাতে প্রবল শ্রীতি-সুখ উৎপন্ন হয়। পুণ্যময় সেই শ্রীতির ফল বিপুল। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে —

‘বুদ্ধো’তি কীত্তরত্তস্স যস্স কায়ে ভবতি পীতি

বরমেব হি সা পীতি কসিনেন জম্বুদীপস্স।’

— বুদ্ধ বলতে যাঁর কাছে শ্রীতি উৎপন্ন হয়, তা জন্মদ্বীপে রাজত্বের শ্রীতি হতে শ্রেষ্ঠ ।

তেমন ব্যক্তির সেই শ্রীতি-সুখ, সৌমনস্য জ্ঞানযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তে অর্থাৎ কামলৌকিক সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তে জাত বলে তৎপ্রভাবে ষষ্ঠ স্বর্গেও উৎপন্ন হওয়া যায় । স্বর্গসুখের তুলনায় মনুস্যলোকের চক্রবর্তী রাজহস্যুখও অতি নগণ্য । তেমন ব্যক্তির মৃত কল্লোও নরক গমন হয় না । শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে —

‘বুদ্ধে চিত্তপ্লসাদেন ধম্মে সংঘে চ যো নরো
বপ্পানি সতসহস্মানি দুষ্কৃতিং সো ন গচ্ছতি।’

— বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রসন্ন (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) ব্যক্তি শত-সহস্র কল্লো ও দুর্গতিতে গমন করেন না । তেমন ব্যক্তি সর্বদাই দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হন ।

‘যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ সরণং গতো
রক্ষাস্তি তং সদা দেবা সমুদে বা থলে পি বা ।’

— বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগতকে দেবগণ জলে-স্থলে সর্বদাই রক্ষা করেন ।

ত্রিরত্ন উপাসনার ফল এতই বিপুল যে তা চিন্তা করে অন্তঃকরণ যায় না । শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে —

‘এবং অচিন্তিয়ো বুদ্ধো বুদ্ধধম্মো অচিন্তিয়ো
অচিন্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো।’

— বুদ্ধ ও বুদ্ধধর্ম অচিন্তনীয় । সেই অচিন্তনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-বান্ধবের বিপাক ও হয় অচিন্তনীয় ।

এই সত্যে বিশ্বাসী কোনও বৌদ্ধ দৈনিক অন্ততঃ দুবার ত্রিরত্ন উপাসনা না করে কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখে নিরত থেকে এই শ্রেষ্ঠ মানব-জীবনকে ব্যর্থ করতে পারেন না ।

উପାସନା

প্রথম অধ্যায়

“নমো তস্ম্য ভগবতো অরুণতো সন্মা নবুদ্যস্ম”

শরণ-গ্রহণ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি [৩]

যো বদন্তং পবরো মনুজেষু
সকামুনী ভগবা কতকিচ্চো ।
পারগতো বল-বিরিয়-সমঙ্গী
তং সুগতং শরণত্তমুপেমি ।

বগ-বির-গম-নেজম-সেকং :
সম-সহ-তম-গটিকলং ।
নব-মি-মং পঞ্চং সুবিভক্তং
সম-মি-মং শরণত্তমুপেমি ।

যথ চ দিনং মহক্ষমা'হ ;
চত্বসু সূচীসু পুরিস-যুগেসু,
অৰ্দ্ধে চ পুণ্ণলা ধম্মদসা তে
সংঘমি'মং সরণন্তমু'পেমি ।

অনুবাদ

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করছি ।

যেই শাক্যমুনি ভগবান, কৃতকৃত্য, পারগত, বল-বীৰ্য-সম্পন্ন ও
মানবশ্রেষ্ঠ বলে বিদিত, আত্মসমর্পণ করে সেই সুগভের শরণ গ্রহণ
করছি

রাগহীন, ক্লেষণী, অশোক, অপ্রতিকূল, সুবিভক্ত, সুপরিজ্ঞাত ও
মধুর যে ধর্ম, আত্মসমর্পণ করে সেই ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ।

যে-ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল হয় বলে কথিত, চার যুগল
অষ্টবাঞ্ছিতযুক্ত যে সংঘ, আত্মসমর্পণ করে সেই সংঘের শরণ গ্রহণ করছি ।

—•—

বুদ্ধোপাসনা

যো তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো
লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্ম-সারথী সখা-দেব-মনুস্সানং বুদ্ধো
ভগবা । যো ইমং লোকং স দেবকং সমারকং সব্রহ্মকং স সমণ-
ব্রহ্মণি পজ্জং স দেব-মনুস্সং সয়ং অভিঞা সচ্ছিকত্তা পবেদেসি ।
যো ধম্মং দেসেসি আদি-কল্যাণং মজ্জা-কল্যাণং পরিয়োসান-কল্যাণং
স'হং সবাস্তনং কেবল-পরিপুণ্ণং পরিমুদ্বং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেসি,
তম'হং ভগবন্তং অভিপূজয়ামি, তম'হং ভগবন্তং সিরসা নমামি ।

বুদ্ধং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি । যে চ বুদ্ধা
অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা, পচ্ছুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা অহং
বন্দামি সর্বদা । নথি মে সরণং অগ্ৰং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং । উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং
পাদপংসু বরুত্তমং বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো থমতু তং মমং ।

২। সথুপ্পসথ-চরণং সরণং জনানং,
ব্রহ্মাদি-মোলিমণিরংসি-সমাবহন্তং ;
পঙ্কেরুহা'ব মুত্থকোমল-চারুবল্লং,
বন্দামি চক্কবর-লক্কণমা'দধানং ।

৩। সতত-বিতত-কিত্তিং ধ্বস্ত-কন্দপ্পদপ্পং,
তিভব-হিতবিধানং সর্বলোকেক-কেতুং
অমিতমতিম'নগ্ঘং সন্তিদং মেরুসারং,
সুগতম'হমু'দারং রূপসারং নমামি ।

৪। যো সর্বলোকমহিতো করুণাধিবাসো,
মোক্সাকরো রবিকুল'ম্বর-পুপ্পচন্দো ;
ঞেয়োদধিং সুবিপুলং সকলং বিবুদ্ধো,
লোকুত্তমং নমামি তং সিরসা মুনিন্দং ।

৫। যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে,
মারং সসেনং মহত্তিং বিজেহা ;
সম্বোধিমাগঙ্ঘি অনন্তুঞাণো,
লোকুত্তমং তং পণমামি বুদ্ধং ।

অনুবাদ

১। যিনি তথাগত অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধ বিদ্যাচরণসম্পন্ন সুগত লোকবিদ অনুত্তর দম। পুরুষের সারথী দেব-মানবের শান্তা বুদ্ধ ও ভগবান, যিনি নর-দেব-মার-ব্রহ্ম-শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সহিত এই বিশ্ব স্বয়ং অভিজ্ঞায় জ্ঞাত হয়ে তা প্রকাশ করেছেন, যিনি অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত আদি-মধ্য-অন্ত-কল্যাণযুক্ত সর্বপরিপূর্ণ পরিণত ব্রহ্মচর্য-ধর্ম (শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপনোপায়) দেশনা করেছেন, সেই ভগবানকে আমি নতশিরে বন্দনা করে পূজা করছি ।

যাবজ্জীবনের জন্য আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি । অতীত অনাগত ও বর্তমান বুদ্ধকে আমি সদা বন্দনা করি । বুদ্ধ ব্যতীত আমার অন্য শ্রেষ্ঠ শরণ নেই — এই সত্য-প্রভাবে আমার জন্ম-মঙ্গল হোক । আমি উত্তমোক্তে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পাদরজঃ বন্দনা করছি । প্রমাদবশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষ করলে বুদ্ধ আমার ক্ষমা করুন ।

২। শাস্তার যে চরণযুগল বরচক্রলক্ষণযুক্ত, পদ্মের মত সুন্দর ও কোমল, যা হতে ব্রহ্মাদি উত্তম সত্ত্বের উষ্ণীষ-মণির রশ্মির ন্যায় রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, সর্বজনের শরণস্থল, সেই চরণযুগল আমি বন্দনা করছি ।

৩। সর্বত্র বিস্তৃত কীর্তিমান, কন্দর্পদর্প-বিনাশক, ত্রিভব-হিতবিধায়ক, সর্বলোকে একক কেতু, অনর্থ অমিত মতিমান, শাস্তিদাতা, মেরুপ্রধান, উত্তম রূপবান, উদার সুগতকে আমি প্রণাম করছি ।

৪। যিনি সর্বলোকপূজ্য, করুণাসাগর, মোক্ষ-প্রদায়ক, রবিকুল-অশ্বরে পূর্ণচন্দ্র, সুবিপুল জ্ঞান-পারাবার নিঃশেষে অধিগমকারী ও লোকোত্তম সেই মুনীন্দ্রকে আমি নত শিরে অভিবাদন করছি ।

৫। বোধিমূলে পদ্মাসমোপবিষ্ট যিনি সাধন-সময়ে মহতী মারসেনা জয় করে সম্বোধি লাভ করেছেন, সেই অনন্তজ্ঞানী লোকোত্তম বুদ্ধকে আমি প্রণাম করছি ।

ধর্মোপাসনা

১। স্বাক্ষাতো ভগবতা ধর্মো সন্দিষ্টকো অকালিকো এহিপস্মিকো
ওপনয়িকো পচন্তঃ বেদিতকো বিপ্রুহি ।

ধর্মঃ জীবিত-পরিয়ন্তঃ সরণং গচ্ছামি । যে চ ধর্মো অতীতা
চ, যে চ ধর্মো অনাগতা, পচুপ্তা চ যে ধর্মো অহং বন্দামি সবদা ।
নখি মে সরণং অপ্রং, ধর্মো সে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু মে জয়নঙ্গলং । উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং ধর্মঞ্চ দ্বিবিধং বরং, ধর্মো
যো খলিতো দোসো, ধর্মো খমতু তং মমং ।

২। সিদ্ধং জিনেন 'চিরকালম'তন্দিভেন,
যং ভাবকো সম'ধিগচ্ছতি খেমমগ্নং ;
যং কল্পরুচ্ছারুচিদান-মণী'ব ভাতি,
তং ধর্মমগ্নম'সমং পণমামি নিচ্চং ।

৩। হত-ছরিত-তুসারং মোহপঙ্কোপতাপং,
মন-কমল-বিকাসং জন্তুং সেসকানং ;
কুমতি-কুমুদনাসং বুদ্ধ-পুষ্পা'চল'গা,
উদিতম'হমু'দারং ধর্মভানুং নমামি ।

৪। সোপানমালম'মলং তিদসা'লয়স্ম,
সংসার-সাগর-সমু'ত্তরনায় সেতুং ;
সব্বাগতী-ভয়-বিবজ্জিত-খেম'মগ্নং,
ধর্মং সদা নমামি তং মুনিনা পণীতং ।

৫। অষ্টাঙ্গিকো অরিয়-পথো জনানং,
মোক্খাপ্পবেসায়ুজুকো'ব মন্নো ;
ধম্মো অয়ং সত্তিকরো পগীতো,
নিয়্যানিকং তং পণমামি ধম্মং ।

—০—

অনুবাদ

১। ভগবান কর্তৃক এ ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, এ জীবনে দ্রষ্টব্য, অকালিক 'এসে দেখ' বলার যোগ্য, নৈর্বানিক এবং বিজ্ঞ কর্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

যাবজ্জীবনের জন্য আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ধর্মকে আমি সদা বন্দনা করি। ধর্ম ব্যতীত আমার অন্য শ্রেষ্ঠ শরণ নেই—এই সত্যপ্রভাবে আমার জন্ম-মঙ্গল হোক। আমি উত্তমাঙ্গে শ্রেষ্ঠ ত্রিবিধ (পরিয়ত্তি প্রতিপত্তি ও প্রতিবেধ) ধর্মকে বন্দনা করছি। প্রমাদবশতঃ ধর্মের প্রতি দোষ করলে ধর্ম আমার ক্ষমা করুন।

২। সুদীর্ঘকাল অতন্ত্র সাধনায় জিনকর্তৃক যে-ধর্ম লব্ধ হয়েছে, যা কল্ল-বৃক্ষ ও সর্বকামদ মণিসদৃশ ইচ্ছাপূর্ণকারী, যার ভাবনায় পরম শান্তি লাভ হয়, সেই অসম ধর্ম-মার্গকে আমি নিত্য প্রণাম করি।

৩। যার তেজে সর্বসত্ত্বের পাপ-তুষ্কার হত হয়, মোহ-পঙ্ক শুষ্ক হয়, কুমতি-কুমুদ নাশ হয়, মন-কমল বিকশিত হয়, বুদ্ধ-পূর্বাচলাগ্রে উদিত সেই ধর্মভানুকে আমি অভিবাদন করছি।

৪। যে-ধর্ম ত্রিদশালয়ে গমনের পবিত্র সোপানমালা, সংসার-সাগর সমুত্ত-রণের সেতু, সর্বঅগতি-ভয়বর্জিত নিরাপদ মার্গ, বুদ্ধ-প্রশংসিত সেই ধর্মকে আমি নমস্কার করছি।

৫। অষ্টাঙ্গিক আর্থমার্গ জনগণের মোক্ষ-প্রবেশের ঋজুমার্গ । নির্বাণে পরিচালক শাস্তিকর উত্তম সেই ধর্মকে প্রণাম করছি ।

— ০ —

সংঘোপাসনা

১। সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, ঞ্জায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো । যদিং চত্তারি পুরিসযুগানি অর্চি পুরিসপুয়লা এসা ভগবতো সাবকসংঘো, আছণেয়ো পাছণেয়ো দক্কিণেয়ো অঞ্জলি-করনীয়ো অনুত্তরং পুণ্ড্রথেত্তং লোকস্ম ।

সংঘং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি । যে চ সংঘা অতীতা চ, যে চ সংঘা অনাগতা পচ্ছুপ্পন্না চ যে সংঘা অহং বন্দামি সৰ্বদা । নথি মে সরণং অপ্রং, সংঘো মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং । উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং সংঘঞ্চ দুবিধুত্তমং সংঘে যো থলিতো দোসো সংঘো খমতু তং মমং ।

২। সন্তিন্দ্রিয়ং সুগতস্বল্পবরং বিসুদ্ধং,
যং দক্কিণেয়্য'মতদং সুচি-পুণ্ড্রথেত্তং ;
তানেসিনং সরণমু'জ্জিত-সব্বদুক্ক্খা,
বন্দামি সংঘন্নঘং সিরসা মহগ্গং ।

৩। সকল-বিমল-সীলং ধোত-পাপারিজালং
সুর-নর-মহনেয়াং পাছণেয়াছণেয়াং ;
উজুপথ-পটিপন্নং পুণ্ড্রকেত্তং জনানং,
গণম'হম'ভিবন্দে সারদং সাদরেন ।

৪। দেয়াং তদ'শ্লম'পি যথ পসন্নচিত্তা,
 দত্তা নরা ফলমূলারতরং লভন্তে ;
 তং সব্বদা দসবলেন পি সুশ্লসথং,
 সংঘং সদা নমমি তং 'মিতপুণ্ড্রথেওং।

৫। সংঘো বিম্বুদ্ধো বর-দকিঞ্চিণেয়ো,
 সন্তিস্মিয়ো সব্বমলশ্লহীনো ;
 গুণেহি 'নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো,
 অনাসবং তং পণমামি সংঘং।

—০—

অনুবাদ

১। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন (স্রোতাপন্ন), ঋজু-প্রতিপন্ন (সকৃদাগামী), ন্যায়-প্রতিপন্ন (অনাগামী), সমীচীন-প্রতিপন্ন (অহং)। এই সংঘ (মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে) চার জোড়া (পৃথকভাবে) আট ব্যক্তি আর্হণেয়^১, পাছণেয়^২, দক্ষিণেয়^৩, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

যাবজ্জীবনের জন্য আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সংঘকে আমি সর্বদা বন্দনা করি। ধর্ম ব্যতীত আমার অন্য শ্রেষ্ঠ শরণ নেই। এই সত্যপ্রভাবে আমার জন্মজল হোক। আমি উত্তমার্জে দ্বিবিধ শ্রেষ্ঠ সংঘকে বন্দনা করছি। প্রমাদ-বশতঃ সংঘের প্রতি দোষ করলে সংঘ আমায় ক্ষমা করুন।

১। দূরদেশ হতে আনিত উত্তম বস্তু গ্রহণের যোগ্য।

২। বিশেষ অতিথির জন্য সংগৃহীত উত্তমবস্তু গ্রহণের যোগ্য।

৩। পরলোকে বিপুল ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য।

২। শান্তেন্দ্রিয় বিমুক্ত দক্ষিণেশ্বর্য সূচি-পুণ্যক্ষেত্র অমৃতদাতা আশ্রিতের
সর্বদুঃখপ্রাতা, দুঃখমুক্ত সুগতপুত্রবর মহার্ঘ সংঘরত্নকে আমি অবনত শিরে
বন্দনা করছি

৩। সকল শীলসম্পদে বিমূল, পাপারিজাল-বিমোহিত, সুর-নরবন্দ্য আহুগেয়া
পাহুগেয়া স্বজুপথ-প্রতিপন্ন জনগণের পুণ্যক্ষেত্র সারদ সংঘকে আমি সাদরে
অভিবাদন করছি।

৪। যেই অমিত পুণ্যক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্তে অল্প দান দিলেও দায়ক বিপুল
ফল লাভ করে, দশবলকর্তৃক সর্বদা সুপ্রশংসিত সেই সংঘকে আমি সদা
নমস্কার করছি।

৫। যেই সংঘ বিমুক্ত বরদক্ষিণেশ্বর্য শান্তেন্দ্রিয় সর্বমলপ্রহীন বহুগুণে
সমৃদ্ধ ও অনাসব সেই সংঘকে আমি প্রণাম করছি।

— ০ —

ত্রিরত্ন, চৈত্যা ও গুরু বন্দনা

১। বুদ্ধা ধম্মা চ পচ্চেক-বুদ্ধা সংঘা চ সার্মিকা ;
দাসো ব'হ ম'স্মিমে'তেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা।

২। তিসরণং তিলকখন্'পেক্ষং নিব্বাণম'স্তিমং সুখং ;
সুবন্দে সিরসা নিচ্চং লভামি তিবিধ অহং।

৩। তিসরণঞ্চ সিরে ঠাতু সিরে ঠাতু তিলকখন্' ;
উপেক্ষা চ সিরে ঠাতু নিব্বাণং ঠাতু মে সিরে।

৪। বুদ্ধে সৰুৰূপে বন্দে ধৰ্ম্মে পচেক-সম্বুদ্ধে ;
সংঘে চ সিন্নসা য়েব তিদ্ধা নিচ্চং নমাম্য'হং ।

৫। নমামি সখুনো'বাদ'প্পমাদ-বচন'ত্তিমং,
সব্বে পি চেতিয়ে বন্দে উপজ্জা'চরিয়ে মমং ;
ময়'হং পণামতেজেন চিত্তং পাপেহি মুঞ্চতন্তি ।

—•—

অনুবাদ

১। বুদ্ধ প্রত্যেক-বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ আমার প্রভু ; আমি তাঁদেরই দাস ।
তাঁদের গুণ সদা আমার শিরে স্থিত হোক ।

২। ত্রিশরণ ত্রিলক্ষণোপেক্ষা অন্তিম সুখ নির্বাণকে আমি নিত্য অবনত
শিরে বন্দনা করি । আমি যেন ঐ ত্রিসম্পদ লাভে সক্ষম হই ।

৩। ত্রিশরণ ত্রিলক্ষণ উপেক্ষা এবং নির্বাণ আমার শিরে স্থিত হোক ।

৪। করুণাময় বুদ্ধ প্রত্যেক-বুদ্ধ ধর্ম এবং সংঘকে আমি ত্রিধারে নিত্য
নতশিরে নমস্কার করি ।

৫। আমি শান্তার অন্তিম উপদেশ অপ্রমাদ, সর্বচৈতন্য এবং আমার
আচার্য-উপাধ্যায়কে বন্দনা করছি । আমার এই বন্দনাজাত পুণ্য-
প্রভাবে আমার চিত্ত পাপ হতে মুক্ত হোক ।

—•—

ত্রিরত্ন ও সৰ্বাট্য বন্দনা

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘং সুগত-তনুভবং ধাতুয়ো ধাতুগন্তে ;
 লঙ্কাং জম্বুদীপে তিদসপূরবরে নাগলোকে চ ত্ৰুপে ।
 সৰ্বে বুদ্ধস্মা বিশ্বে সকল দসদিসে কেস-লোমাদি ধাতুং ;
 বন্দে সৰ্বেষাং বুদ্ধং দসবল-তনুজং বোধিচেতিং নমামি ।

অনুবাদ

বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে এবং জম্বুদীপ-লঙ্কা-স্বর্গ-নাগলোকের ও সকল দশ-
 দিকের ত্রুপে স্থিত দশবলতনুজাত কেশ-লোমাদি সর্বধাতু সকল বুদ্ধমূর্তি
 ও বোধিকে আমি বন্দনা করছি ।

—০—

সংঘ প্রণাম

ওকাস সংঘং বন্দামি ভন্তে দ্বারন্তয়েন কতং সৰ্বং অপরাধং
 খমতু মে ভন্তে সংঘো । তুতিয়ম্পি..... ততিয়ম্পি.....

অনুবাদ

—অবকাশ করুন ভন্তে, আমি সংঘকে বন্দনা করছি । ত্রিঘারে
 কৃত আমার সর্ব অপরাধ সংঘ ক্ষমা করুন ।

(‘সংঘ’ শব্দ বাদ দিলে ভিক্ষুবন্দনা হয় ।)

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুরুচি-তাপসের বুদ্ধোপাসনা'

(লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্পের শীর্ষে সুরুচি তাপস (সারীপুত্র)
কর্তৃক অনোমদর্শী বুদ্ধকে পুষ্পপূজা ও গুণবর্ণনা করে উপাসনা)

- ১। সমুদ্ররসি ইমং লোকং সযন্তু অমিতোদয় ;
তব দস্মনমা'গম্ম কজ্জাসোতং তরন্তি তে ।
- ২। তুবং সখা চ কেতু চ ধজো যুপো চ পাণীনং ;
পরায়নো পতিষ্ঠা চ দীপো চ দ্বিপদ্বত্তমো ।
- ৩। সদেবকস্ম লোকস্ম চিত্তং যেসং পবত্ততি ;
অন্তোজালীকতা এতে তব ঞ্ণাণমিহ চক্কুমা ।
- ৪। যেন ঞ্ণাণেন পত্তোসী কেবলং বোধিমুত্তমং ;
তেন ঞ্ণাণেন সবব্ৰু মদসী পরতিথিয়ে ।
- ৫। সুখুমচ্ছিকেন জালেন উদকং যো পরিকল্পিপে ;
য়ে কেচি উদকে পাণা অন্তোজালীকতা সিয়ুং ।
- ৬। তথৈব হি মহাবীর য়ে কেচি পুথু তিথিয়া ;
দিট্ঠিগহণপক্কন্দা পরামাসেন মোহিতা ।

- ৭। তব স্নেহেন এগণেন অনাবরণ-দস্মিনা ;
অন্তো জালীকতা এতে এগণং তে নাতিবদ্বরে ।
- ৮। ধারেতুং পঠবিং সকা ঠপেত্বা তুলমণ্ডলে ;
নত্বেব তব সব্বপ্রু এগণং সকা ধরেতবে ।
- ৯। সকা সমুদে উদকং পমেতুং বিন্দু-বিন্দুনা ;
নত্বেব তব সব্বপ্রু এগণং সকা পমেতবে ।
- ১০। চুল্লাসীতি সহস্রানি অজ্জোগলেহা মহগ্গবে ;
অচ্ছুগতো তাবদেব গিরিরাজা পবুচ্চতি ।
- ১১। তাব অচ্ছুগতো নেরু আয়তো বিথতো চ সো ;
চুল্লিতো অনুভেদেন কোটিসতসহস্মিয়ো ।
- ১২। লকেস্স ঠপিয়মানমিহ পরিকল্পয়মগচ্ছথ ;
নত্বেব তব সব্বপ্রু এগণং সকা পমেতবে ।
- ১৩। আকাসং মিনিতুং সকা রজ্জুয়া অঙ্গুলেন বা ;
নত্বেব তব সব্বপ্রু এগণং সকা পমেতবে ।
- ১৪। মহাসমুদে উদকং পথবী চা'খিলা'জটং ;
বুদ্ধএগণং উপাদায় উপমাতো ন যুজ্জরে ।

অনুবাদ

- ১। হে অমিত দয়াময় ! আপনি এই বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করছেন ।
তারা আপনার দর্শনলাভে সংশয়-স্রোত অতিক্রম করছে ।
- ২। হে দ্বিপদোত্তম ! আপনি প্রাণীদের শাস্তা, কেতু, ধ্বজা, প্রাসাদ,
পরায়ন, প্রতিষ্ঠা ও দীপ ।
- ৩। হে চক্ষুমান ! বিশ্বের সর্বপ্রাণী আপনার জ্ঞান-জালের অন্তর্গত ।
- ৪। হে সর্বজ্ঞ ! যে জ্ঞানে উত্তম বোধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই
জ্ঞানেই তীর্থিগ্ণদের মদ'ন করেছেন ।
- ৫-৭। জলে পরিক্ষিপ্ত সূক্ষ্মজালে জলজ সর্ব'প্রাণী যেক্রপ আবদ্ধ হয়, সেক্রপ
হে মহাবীর ! জটিল মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ন ও তাতে বিমুক্ত পরতীর্থিগ্ণগণ
আপনার অনাবরণ শুদ্ধ জ্ঞানজালে আবদ্ধ । কেউ আপনার জ্ঞানকে
অতিক্রম করতে পারে না ।
- ৮। তরাজুতে পৃথিবী ধারণ সম্ভব হলেও, হে সর্বজ্ঞ ! আপনার জ্ঞান
ধারণ সম্ভব নহে ।
- ৯। সমুদ্রোদক বিন্দু বিন্দু করে প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, হে সর্বজ্ঞ
আপনার জ্ঞানের প্রমাণ করা সম্ভব নয় ।
- ১০-১২। গিরিরাজ সুমেরু চুরাশী হাজার যোজন সমুদ্রগর্ভে, তত যোজন
উর্ধ্বে এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ও তত যোজন বলে কথিত হয় । সেই
পর্বতকে চূর্ণ করে এক এক কণা নিক্ষেপ করলে সব শেষ হয়ে
যায় । হে সর্বজ্ঞ ! আপনার জ্ঞানের কিন্তু অন্ত করা যায় না ।
- ১৩। আঙ্গুল বা রজ্জুঘারা আকাশকে মাপা যায়, হে সর্বজ্ঞ ! আপনার
জ্ঞানকে কিন্তু মাপা যায় না ।
- ১৪। মহাসমুদ্রের জল, পৃথিবী এবং অসীম আকাশে বুদ্ধজ্ঞানের উপমা
মিলে না ।

বুদ্ধোপাসনার ফল*

(অনোমদর্শী বুদ্ধকর্তৃক বর্ণিত)

- ১। স্থতী অস্মা রথা পত্তী সেনা চ চতুরঙ্গিনী :
পরিবারেঅস্তু'মং নিচ্চং বুদ্ধপূজায়'দং ফলং ।
- ২। সচিট্ঠ-তুরিয়-সহস্রানি ভেরিয়ো সম'লঙ্কতা :
উপচিট্ঠঅস্তু'মং নিচ্চং বুদ্ধপূজায়'দং ফলং ।
- ৩। সোলসি'থি-সহস্রানি নারিয়ো সম'লঙ্কতা :
বিচিত্তবথা'ভরণা আমুত্ত-মণিকুণ্ডলা ।
- ৪। অলারপমহা হম্মলা সুসণ্ণা তনুমজ্জিমা ;
পরিবারেঅস্তু'মং নিচ্চং বুদ্ধপূজায়'দং ফলং ।
- ৫। কল্পসতসহস্রানি দেবলোকে রমিস্সতি ;
সহস্রকল্পত্তুং চক্রবত্তী রাজা রট্টে ভবিস্সতি ।
- ৬। সহস্রকল্পত্তং দেবিন্দো দেবরজ্জং করিস্সতি ;
পদেসরজ্জং বিপুলং গণনাতো অসম্মিয়ং ।
- ৭। পচ্ছিমে ভবসম্পত্তে মনুস্সত্তং গমিস্সতি
ব্রাহ্মণী সারিয়া নাম ধারয়িস্সতি কুচ্ছিনা ।

- ৮। অসীতি কোটী ছাড্রত্বা পবজিস্মতি'কিঞ্চনো ;
গবেসন্তো সন্তিপদং চরিস্মতি মহিং ইমং ।
- ৯। অয়ং ভাগীরথী গঙ্গা হিমবন্তা পভাবিতা ;
মহাসমুদ্রম'শ্লেতি তপ্পয়ন্তী মহোদধিং ।
- ১০। তথৈবা'য়ং সারিপুত্তো সকে তীসু বিসরদো ;
পঞ্জায় পারমিং গম্বা তপ্পয়িস্মতি পাণিনো ।
- ১১। মহাসমুদ্রে উমিয়ো গণনাতো অসঙ্খিয়া ;
তথৈব সারিপুত্তস্ম পঞ্জায়'ন্তো ন হেস্মতি ।
- ১২। লক্কে ঠপিয়মানম্'হি খীয়ে গঙ্গায় বালুকা ;
নত্বে'ব সারিপুত্তস্ম পঞ্জায়'ন্তো ভবিস্মতি ।
- ১৩। হিমবন্তমু'পাদায় নাগরঞ্চ মহোদধিং ;
এথ'ন্তরে যং পুলিনং গণনাতে অসঙ্খিয়ং ।
- ১৪। তম্পি সকা অসেসেন সংখাতং গণনা যথা ;
নত্বে'ব সারিপুত্তস্ম পঞ্জায়'ন্তো ভবিস্মতি ।
- ১৫। আরাধয়িত্বা সম্বুদ্ধং গোতমং সাক্যপুঞ্জবং ;
পঞ্জায় পারমিং গম্বা হেস্মতি অগ্গসাবকো ।
- ১৬। পবত্তিতং ধম্মচক্কং সাক্যপুত্তেন তাদিনা ;
অনুবত্তেস্সতী সম্মা বস্সে'ন্তো ধম্মবু'ষ্ঠিয়ো ।

অনুবাদ

- ১। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি ও চতুরঙ্গিনী সেনা নিত্য তাঁকে (সূর্য্য-তাপসকে) পরিবৃত্ত হয়ে থাকবে — ইহা বুদ্ধপূজার ফল ।
- ২। ষষ্টি সহস্র তূর্য ও সমালঙ্কৃত ভেরী নিত্য তাঁকে সেবা করবে — ইহা বুদ্ধপূজার ফল ।
- ৩। ৪। ঘন ক্রসম্পন্ন, সূহাসিনী, সুবুদ্ধিমতী, মধ্যম দেহধারিনী, মুক্তা-মণিকুণ্ডলিনী ও বিচিত্র বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিতা ষোল সহস্র স্ত্রী নিত্য তাঁকে পরিবৃত্ত হয়ে থাকবে — ইহা বুদ্ধপূজার ফল ।
- ৫। এই বুদ্ধপূজার পুণ্য-প্রভাবে তিনি শত-সহস্র কল্প দেবলোকে দেব-সুখ ভোগ করবেন এবং সহস্রবার মনুষ্যালোকে চক্রবর্তী রাজা হবেন ।
- ৬। সহস্রবার তিনি দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ্য শাসন করবেন এবং অসংখ্যবার এক এক দেশের রাজা হয়ে রাজত্ব-সুখ ভোগ করবেন ।
- ৭। শেষ জন্মে তিনি মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হবেন । সার্বভৌমত্ব তাঁকে গর্ভে ধারণ করবেন ।
- ৮। আশিকোটী ধন ত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে তিনি প্রব্রজ্যিত হবেন এবং শান্তিপদ অন্বেষণ করতে তিনি এ মহীতে বিচরণ করবেন ।
- ৯—১০। হিমালয়োৎপন্ন এই ভাগীরথী-গঙ্গা মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে যেমন তাকে তৃপ্ত করে, তেমন সার্বভৌম স্বীয় ব্রাহ্মণশাস্ত্র ত্রিবেদে পারদর্শী হয়ে প্রজ্ঞান পূর্ণতা-প্রাপ্ত হবেন এবং প্রাণীদের পরিতৃপ্ত করবেন ।
- ১১। মহাসমুদ্রের গণনাভীত অসংখ্য উর্মির ন্যায় সার্বভৌমের প্রজ্ঞার অন্ত হবে না ।

১২। গঙ্গার বালুকা নিক্ষেপ করে শেষ করা যাবে ; কিন্তু সারীপুত্রের প্রজ্ঞার অন্ত করা যাবে না ।

১৩—১৪। হিমালয় থেকে মহাসাগর পর্যন্ত গণনাভীত অসংখ্য বালুকা বিদ্যমান । তাদেরও গণনা করে শেষ করা যাবে কিন্তু সারীপুত্রের প্রজ্ঞার অন্ত করা যাবে না ।

১৫। ইনি শাক্যপুত্রব গোতম সম্যক সঙ্ঘের আরাধনা করে প্রজ্ঞার পূর্ণতালাভে অগ্রজ্ঞাযক হবেন ।

১৬। ধর্মবৃষ্টি বর্ষণ করে ইনি শাক্যপুত্র-প্রবর্তিত ধর্মচক্র সম্যকরূপে অনুবর্তন করবেন ।

—০—

সারীপুত্র খেরের বুদ্ধোপাসনা^১

- ১। যাবত্ত বুদ্ধখেত্তম্‌হি ঠপেহা সকাপুত্রবং ;
অহং অগ্নো'ম্‌হি পঞ্জায় সদিসো মে ন বিজ্জতি ।
- ২। যদি রূপিনী ভবেয়্য পঞ্জা মে বসুমতী পি ন সমেয়্য ;
অনোমদস্সিস্স ভগবতো ফলমে'ত্তং ঞ্জাণথবনায় ।
- ৩। যথা সকেন থামেন কিত্তিতো হি ময়া জিনো ;
কল্পকোটী পি কিত্তেত্তা এবমেব পকিত্তয়্যাং ।

- ৪। উপতিস্ম-সদিসে হে'ব বসুধা পূরিতা ভবে ;
সবে'ব তে পঞ্জলিকা কিত্যুং লোকনায়কং ।
- ৫। কল্পং বা তে কিত্যুস্তা নানাবল্লোহি কিত্যুং ;
পরিমেতুং ন সকেয়ুং অল্পমেয়ো তথাগতো ।
- ৬। সচে হি কোচি দেবো বা মনুষ্মো বা সুসিক্ষিতো ;
পমেতুং পরিকল্পেয়্য বিঘাতং ব লভেয়্য সো ।

ধর্মোপাসনা

- ৭। যে কেচি গণিনো লোকে সন্থারো'তি পবুচ্চরে ;
পরম্পরাগতং ধর্মং দেসেন্তি পরিসায় তে ।
- ৮। যথা সারথিকো পোসো কদলিং ছেহান ফালয়ে ;
ন তথ সারং বিন্দেয়্য সারেন রিত্তকো হি সো ।
- ৯। তথৈব তিথিয়া লোকে নানাদিষ্টী বহুজ্জনা ;
অসজ্জতেন রিত্তাসে সারেন কদলী যথা ।
- ১০। ন হে'বং জং মহাবীর ধর্মং দেসেসি পাণিনং ;
সামং সচ্চানি বুজ্জিহা কেবলং বোধিপক্কিয়ং ।
- ১১। অত্তকারময়ং এতং নয়িদং ইতিহীতিহং ;
অসজ্জতং গবেসন্তো কুতিথে সঞ্চরিং অহং ।
- ১২। নথি বাহিরকে সুদ্ধি ঠপেত্বা জিনসাসনং ;
যে কেচি বুদ্ধিমা সত্তা সুজ্জন্তি জিনসাসনে ।

উপদেশ

- ১৩। তং বো বদামি ভদন্তে যাবন্তে'থ সমাগতা ;
অগ্নিহা হোথ সন্তুষ্ঠা ঝায়ী ঝানরতা সদা ।
- ১৪। মা মে কদাচি পাপিচ্ছো কুসীতো হীনবীরিয়ো ;
অগ্নস্মৃতো অনাদরো সমেতো অহ কথচি ।
- ১৫। বহস্মৃতো চ মেধাবী সীলেন্সু স্মসমাহিতো ;
চেতোসমথা'মুয়ুভো অপি মুক্খনি তিষ্ঠতু ।

—০—

অনুবাদ

শাক্যপুঞ্জব ব্যাভীত বুদ্ধক্ষেত্রে প্রজ্ঞায় আমিই অগ্র । আমার সদৃশ কেউ বিদ্যমান নেই !

২। আমার প্রজ্ঞা রূপময় হলে বসুমতী ধারণ করতে পারত না—ইহা অনোমদর্শী ভগবানের জ্ঞানোপাসনার ফল ।

৩। আমার শক্তি অনুসারে জিনগুণ কীর্তন করলে আমি কোটিকল্প তা কীর্তন করতে পারি ।

৪-৫। বসুধা-পরিপূর্ণ উপতিয়া (সারীপুত্র) সদৃশ পণ্ডিত কৃতাজ্জলি হয়ে লোকনাস্তকের গুণ কীর্তন করলে কল্পকাল তা নানাভাবে কীর্তন করতে পারবেন ; তথাপি বুদ্ধগুণের অন্ত হ'বে না । কারণ তথাগত অপ্রমেন্স ।

৬। যদি কোন সুশিক্ষিত নর বা দেব বুদ্ধগুণ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, তাতে তিনি কষ্টই পাবেন মাত্র ।

ধর্মোপাসনা

৭। জগতে যাঁরা গণ-প্রধান শাস্ত্রা নামে প্রসিদ্ধ, তাঁরা পরিশ্রমে পরম্পরাগত ধর্মই কেবল দেশনা করেন।

৮-৯। সারার্থী ব্যক্তি পাতিপাতি অব্বেষণ করেও সারহীন কদলীতে যেমন সার পায় না, তেমন জগতে নানাদৃষ্টিযুক্ত বহু তীর্থিয় অসংস্কৃত (নির্বাণ)-রিত্ত কদলীসদৃশ সারহীন।

১০। হে মহাবীর! আপনি সে-ধর্ম দেশনা না করে স্বয়ং সাক্ষাৎকৃত সত্য কেবল বোধিপক্ষীয় ধর্মই দেশনা করেন।

১১। এ ধর্ম পরম্পরাগত নয়। ইহা একান্তই আত্মহিতমূলক। অসংস্কৃত (নির্বাণ) অব্বেষণ করতে করতে সুদীর্ঘকাল আমি কুমার্গে বিচরণ করেছি।

১২। জিনশাসন বাতীত বাহিরে শুদ্ধি (নির্বাণ) মিলে না। যাঁরা বুদ্ধিমান সত্ত্ব, তাঁরা জিনশাসনেই শুদ্ধি লাভ করেন।

উপদেশ

১৩। এখানে সমাগত মাননীয়গণ সবাইকে বলছি— আপনারা অল্পেচ্ছদুক, যথালোভে সন্তুষ্ট, ধ্যানী ও ধ্যানরত হোন।

১৪। পাপেচ্ছদুক, আলস্যাপরাধন, হীনবীর্য, ক্রুতিহীন, অনাদর (শিক্ষাপদের প্রতি) ও হীনসেবী হবেন না।

১৫। বহুশ্রুত, মেধাবী, সুশীলবান এবং শমথভাবনায় নিরত হয়ে শীর্ষে (উচ্চস্তরে) অবস্থান করুন।

বোধিসত্ত্বের

মানসোপাসনা^১

আমি অন্তর বুদ্ধ, তাঁর সম্বোধি এবং শ্রাবকসংঘকে কৃতা-
জলিপুটে নতশিরে অভিবাদন করেছি।

বুদ্ধক্ষেত্র ও বাইরের চক্রবালসমূহ হতে আকাশস্থ ও ভূমিষ্ঠ
জ্যোতিসম্পন্ন অসংখ্য রত্ন আমি মনে মনে আহরণ করেছি।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবালাদি রত্নের দ্বারা নানাবর্ণের ভিত্তি নির্মাণ
করে পদ্মাди পুষ্পের কারুকার্য করে অতিশয় শোভিত করেছি। সেই
ভিত্তি হতে নিরন্তর রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে।

সেই ভিত্তির উপর নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও মঞ্জিষ্ঠা
বিবিধ বর্ণের গম্বুজবিশিষ্ট বহুতল অভ্রভেদী রত্নপ্রাসাদ নির্মাণ করেছি।

সেই প্রাসাদসমূহে বিবিধ মণিখচিত রত্নময় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ স্তম্ভ-
শ্রেণী, অলঙ্কৃত স্বর্ণময় চৌকাঠ, রত্নকারুকার্যকৃত দরজা, জানালা,
কাণিস, সুগন্ধ পুষ্পাদি রাখবার স্থান এবং চতুর্দিকের রেলিং সুদৃঢ়ভাবে
নির্মাণ করেছি। রত্নরাজির বিমল জ্যোতিতে রাতেও প্রাসাদরাজি
আলোকিত থাকে।

সেই প্রাসাদগুলি নানাপ্রকার পুষ্পগুচ্ছ, পশু, পক্ষী, চন্দ্র,
সূর্য, নক্ষত্র ও তারকাদ্বারা সজ্জিত, হেমজালে আবৃত, মনোরম সুবর্ণ-
মালা-সুশোভিত ও অসংখ্য স্বর্ণকিঞ্চিনীযুক্ত। মুহুমন্দ সমীরণ-স্পর্শেও
সেই স্বর্ণকিঞ্চিনী হতে নিরন্তর সুমধুর ধ্বনি নির্গত হতে থাকে।
প্রাসাদসমূহের উপরে ও নীচে যথাস্থানে নীল পীত লোহিত এবং
পিঙ্গলাদি বর্ণের ধ্বজা-পতাকা স্থাপন করেছি।

প্রাসাদসমূহের প্রত্যেক প্রাকোষ্ঠে মণি-মুক্তা বিভূষিত হেমপালঙ্ক স্থাপন করে তথায় তুলাসন্নিভ কোমল তোষক ও কালীজাত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্র আস্তত করেছি এবং মহামূল্যবান রেশম ও পশমজাত কস্মলাদির দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।

প্রত্যেক প্রাসাদতোরণের ও প্রাকোষ্ঠদ্বারের উভয় পাশ্বে নব-পল্লব ও কমলোৎপলাদি পুষ্পসজ্জিত ঘট স্থাপন করেছি।

প্রাসাদসমূহের চতুর্পাশ্বে সরোবরগুলিতে নানাবর্ণের পদ্ম ও কুমুদোৎপল প্রস্ফুটিত হয়ে সরোবর আলোকিত করে রয়েছে এবং সেই পুষ্প হতে রেণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রাসাদের চতুর্দিকের পাদপরাজি মনোহর কূলে সুশোভিত হয়েছে। সেই পুষ্প স্বয়ং ছিন্ন হয়ে প্রাসাদে বিকীর্ণ হচ্ছে।

প্রাসাদের চারদিকে শিখিগণ পঞ্চম বিস্তার করে নেচে বেড়াচ্ছে, দিব্যহংসগুলি কুঞ্জন করছে, কোকিলেরা গান করছে, মধুরকণ্ঠী বিহগকুল কলধ্বনি করছে। ভেরীসমূহ নিনাদিত হচ্ছে, বীণাগুলি সুললিত সুর পরিবেশন করছে। অঙ্গরাগণ নৃত্য করছে। নগরশোভিনীরা ও যন্ত্রীদল নানারঙ্গ প্রদর্শন করছে এবং সুমধুর সঙ্গীত অমৃতধারা প্রবাহিত করছে।

বৃক্ষাগ্রে, পর্বতাগ্রে ও সুমেরুশিখরে পঞ্চবর্ণের বিচিত্র ধ্বজা উত্তোলন করেছি এবং প্রাসাদকে পরিবেষ্টন করে বিপুল সংখ্যক নর-দেব-নাগ-গন্ধর্বকে অঞ্জলিবদ্ধ করে সমবেত করেছি।

অতীত ও বর্তমানের সকল সম্যক সমুদ্র, প্রত্যেক-বৃদ্ধ ও অহংকে প্রাসাদে আনয়ন করেছি। তাঁরা সবাই স্বর্ণ-পালঙ্কে উপ-বিষ্ট হয়েছেন।

তাঁদের মস্তকোপরি বৈদূর্যদণ্ডযুক্ত ও হেমজাল-পরিক্ষিপ্ত হেম-চ্ছত্র ধারণ করিয়েছি। তঁহুপরি স্বর্ণতারকাখচিত এবং বিচিত্র মাল্যপরিশোভিত বিতান সজ্জিত করিয়েছি।

দেব ও মনুষ্যালোকের কল্পবৃক্ষসমূহ আনয়ন করেছি। সেই বৃক্ষ হতে উৎকৃষ্ট মন্ডণ বস্ত্র নিয়ে ত্রিচীবর তৈরি করে সবাইকে পূজা করেছি।

সুস্বাদু ও সুগন্ধ দেবভোগ্য ভোজন ও পানীয় মণিপাত্র পূর্ণ করে দান করেছি।

আর্যগণ পরমাত্র ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে গুহাশায়ী সিংহের মত রত্নগর্ভে প্রবেশ করেন এবং সম্প্রজ্ঞানে সিংহশয্যায় বিশ্রাম করেন। যথাসময়ে উত্থান করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে সর্ববুদ্ধের বিচরণক্ষেত্র ধ্যানরতিতে নিমগ্ন হন।

অনেকে ধর্মদেশনা করেন এবং বহু সহস্র আর্থ অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনে নিরত হন।

বুদ্ধ বুদ্ধকে গম্ভীর সূক্ষ্ম সর্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ শ্রাবককে এবং শ্রাবক বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন এবং তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে উত্তর দেন।

বুদ্ধ প্রত্যেক-বুদ্ধ, শ্রাবক ও পরিচারকগণ আপন আপন কৃত্য সম্পাদন করে প্রাসাদে রমিত হন।

নরদেবলোকে কায়মনোবাক্যে আমি যে কুশল কর্ম সম্পাদন করেছি সংজ্ঞী-অসংজ্ঞী সর্বসত্ত্ব আমার কৃত পুণ্যফলের ভাগী হোক। আমার প্রদত্ত পুণ্যফল সম্বন্ধে যঁারা সুবিদিত তাঁরা, যঁারা জানেন না, তাঁদের নিকট গিয়ে তা জ্ঞাপন করুক।

আমি সকল সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও জিনশ্রাবককে মনে মনে দান দিয়ে ও সেবা করে মানসিক প্রসাদ লাভ করেছি।

সেই সুকর্মজনিত চেতনা ও প্রার্থনা-প্রভাবে মৃত্যুর পর আমি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি। তৎপর ও কেবল দেব এবং

মনুষ্যালোকের উচ্চ কূলে জন্মগ্রহণ করেছি, কখনও দুর্গতিতে এবং
হীনকূলে উৎপন্ন হই নি। দেবলোকে দেবেন্দ্র এবং মনুষ্যালোকে
অসম প্রজ্ঞাবান ও রূপলক্ষণসম্পন্ন নরেন্দ্র হয়ে জন্ম নিয়েছি।

জলে স্থলে বনে পর্বতে ও আকাশে আমি যখন ইচ্ছা
করেছি সর্বপ্রকার রত্ন উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার যান সুন্দরী কন্যা
মালা গন্ধ দেবভোগ্য ভোজন ও পানীয় ঘৃত নবনীত তৈল মধু ও
শর্করা লাভ করেছি। এ সবই আমার মানসোপাসনার ফল।

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

পূজা

পুষ্পপূজা।

বল্লগন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসম্ভুতিং
পূজয়ামি মুনিন্দ্রস্য সিরিপাদ-সরোরুহে ।
পুষ্পং মিলায়তি যথা ইদং মে ;
কায়ে তথা যাতি বিনাসভাবং ।
পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন নেন ;
পুষ্পেন মে তেন চ হোতু মোক্ষং ।

— উত্তম বর্ণ ও গন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ দ্বারা মূলীজ বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্ম পূজা
করছি। এই পুষ্প যেমন ম্লান হয় তেমন আমার কালও বিনাশ প্রাপ্ত
হবে। এই পুষ্পপূজা ও ভাবনাময় পুণ্যপ্রভাবে আমার মোক্ষ লাভ
হোক।

প্রদীপ পূজা

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা

তিলোকদীপং সমুদ্রং পূজয়ামি তমোমুদং ।

— তমধংসী উৎকৃষ্ট জ্যোতিসম্পন্ন প্রদীপ দ্বারা আমি অজ্ঞানান্ধকার-
বিনাশী ত্রিলোকদীপ সম্যক সমুদ্রকে পূজা করছি ।

সুগন্ধ পূজা

গন্ধসম্ভারযুক্তেন ধূপেনা'হং সুগন্ধিনা

পূজয়ে পূজনেয়াং তং পূজভাজনমুত্তমং ।

— গন্ধবস্ত্র-সংযুক্ত সুগন্ধ ধূপদ্বারা আমি সেই উত্তম পূজাভাজনকে
(বুদ্ধকে) পূজা করছি ।

আহার পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকল্পিতং

অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতু উত্তমং ।

— প্রভু ! আপনার জন্য উত্তম আহার প্রস্তুত হয়েছে । অনুকম্পা
করে তা গ্রহণ করুন ।

ভৈষজ্য পূজা

নানাসম্ভার-সংযুক্তং ভৈষজ্যং সুকতং ময়া

অধিবাসেতু তং নাথ, অনুকম্পং ইমং পজং ।

— হে নাথ, বিবিধ উত্তম বস্ত্রদ্বারা আমি ভৈষজ্য প্রস্তুত করেছি । ভক্তের
প্রতি অনুকম্পা করে তা গ্রহণ করুন ।

বিশেষভাবে ত্রিরত্ন পূজা

নিরোধ-সমাপত্তিতে উৰ্দ্ধহিতা সন্নিসিদ্ধা ভগবন্তুং অরহন্তুং সম্মাসম্বুদ্ধং সধম্মং সসজ্জং ইমেহি নানাবিধেহি পণীতেহি খজ্জভোজ্জেহি পুষ্প-পদীপ-সুগন্ধীহি অভিপূজয়ামি । ইদং পূজং বুদ্ধ-পচেকবুদ্ধ-অঙ্গ-সাবক-মহাসাবক-অরহন্তানাং সতাবসীলং, অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি । ইদং পূজং ইদানি বগ্গেনাপি সুবগ্গং, গন্ধেনাপি সুগন্ধং, সঠানেনাপি সুসঠানং ; থিগ্গমেব ছবগ্গং ছগ্গং ছসঠানং ভবিস্সতি । এবমেব সকেব সংখারা অনিচ্চা, সকেব সংখারা ছক্খা, সকেব ধম্মা অনাত্তা । ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া বুদ্ধং পূজেমি, ধম্মং পূজেমি সংঘং পূজেমি ।

— নিরোধ-সমাপত্তি হতে উঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি ভগবান অর্হং সম্যক সম্বুদ্ধকে ধর্ম ও সংঘের সহিত এই বিবিধ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য, পুষ্প-প্রদীপ-সুগন্ধিদ্বারা গভীর ভক্তির সহিত পূজা করছি । ইদান । এই পূজা বুদ্ধ-প্রত্যেক-বুদ্ধ অগ্রশ্রাবক-মহাশ্রাবক ও অর্হংদের স্বভাবশীল । আমিও তাঁদের অনুকরণ করছি — (শীল) । এই পূজা-সামগ্রী এখন উত্তম বর্ণ, গন্ধ ও আকৃতিসম্পন্ন । এরা শীঘ্রই হ্রবর্ণ, হ্রগন্ধ ও হ্রাকৃতি প্রাপ্ত হবে । এরূপ সর্বসংস্কার অনিত্য ও দুঃখ এবং সর্বধর্ম অনাত্মা — (ভাবনা) । এই ধর্মানুধর্মপ্রতিপত্তি দ্বারা বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘকে পূজা করছি ।

সীবলী পূজা

ইমেহি নানাবিধেহি পণীতেহি খজ্জভোজ্জেহি পুষ্প-পদীপ-সুগন্ধীহি বুদ্ধপমুখস্স অঙ্গলাভী সীবলী মহাথেরস্স অভিপূজয়ামি ।

— এই বিবিধ উত্তম খাদ্যভোজ্য, পুষ্প, প্রদীপ সুগন্ধিদ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ অঙ্গলাভী সীবলী মহাথেরকে পরম ভক্তিভরে পূজা করছি

পুণ্যদান ও প্রার্থনা

- ১। ইদং মে এগাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু এগাতয়ো।
- ২। উন্নমে উদকবট্টং যথা নিম্নং পবন্ততি, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতু।
- ৩। যথা বারিবহাপুরা পরিপূরেন্তি সাগরং, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতু।
- ৪। এত্তাবত্তা চ ময়া সন্ততং পুণ্ণসম্পদং, সবে দেবা, সবে সত্তা সবেত্তুতা অনুমোদন্তু সর্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।
- ৫। আকাসট্টা চ ভূমট্টা দেবা নাগা মহিদ্ধিকা পুণ্ণং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্কন্তু সাসনং, চিরং রক্কন্তু দেসকং, চিরং রক্কন্তু মং পরং।
- ৬। ইমিনা পুণ্ণকস্মেন মা মে বাল-সমাগমো, সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান-পত্তিয়া।
- ৭। ইদং মে পুণ্ণং ময়হং সর্ব-রোগ-সোক-ভয়-বের-উপদব-ছক্ক-দোমনস্স-বিনাসায় সংবত্তু।
- ৮। ইমিনা পুণ্ণানুভাবেন ময়হং সর্বসুখ-সম্পত্তি উল্লজ্জতু।
- ৯। কুদিট্ঠিয়া ন সংযুঞ্জে সংযুঞ্জহং সুদিট্ঠিয়া;
দানাদি-সংযুতো হোমি পসন্নো জিনসাসনে।
- ১০। সুবল্লতং সুস্বরতং সুসঠানং সুরূপতং;
অধিপচ্চ-পরিবারং লভেয়ং জাতিজাতিয়ং।
- ১১। পঞ্চাভিপ্পো মহাতেজো অক্খোভো সাগরোপমো
সর্বধম্মানং ছেথো'হং ভবেয়ং জাতিজাতিয়ং।
- ১২। ইদং মে পুণ্ণং নিব্বান-পট্টিলাভায় সংবত্তু।

অনুবাদ

- ১। আমার সঞ্চিত পুণ্য আমার জ্ঞাতীদের দান দিচ্ছি। তাতে তাঁরা সুখী হোক।
- ২। উচ্চ হতে জলধারা যেমন নিয়ে প্রবাহিত হয়, তেমন এখান হতে প্রদত্ত পুণ্য প্রেত (মৃত) দের নিকট উৎপন্ন হোক।
- ৩। যেমন ভরা নদীসমূহ সাগরকে পরিপূর্ণ করে তেমন এখান হতে প্রদত্ত পুণ্য প্রেতদের অভাব পূর্ণ করুক।
- ৪। এ যাবৎ আমাকর্তৃক যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হয়েছে সর্বসম্পত্তি সিদ্ধির জন্য তা সব দেবতা, সর্বসত্ত্বা ও সকল ভূত অনুমোদন করুক।
- ৫। আকাশস্থ ও ভূমিষ্ঠ মহাঋদ্ধিমান দেব-নাগগণ সেই পুণ্য অনুমোদন করে চিরকাল বুদ্ধশাসন, সদ্ধর্মদেশক, আমাকে ও অন্যসবকে রক্ষা করুক।
- ৬। নির্বাণলাভ না হওয়া পর্যন্ত এই পুণ্যপ্রভাবে আমার যেন মূর্খ-সমাগম না হয়ে পণ্ডিত-সমাগম হয়।
- ৭। আমার এই পুণ্যে আমার সর্ব রোগ-শোক-ভয়-বৈয়-উপদ্রব-দুঃখ-দৌর্মনস্য বিনাশ প্রাপ্ত হোক।
- ৮। আমার এই পুণ্যপ্রভাবে আমার সর্বসুখ-সম্পত্তি উৎপন্ন হোক।
- ৯। এই পুণ্যপ্রভাবে আমি যেন মিথ্যাভ্রুতি ত্যাগ করে সম্যকভ্রুতিসম্পন্ন হই এবং জিনশাসনে শ্রদ্ধাবান হয়ে দানাদি সর্বকুশল কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হই।
- ১০। নির্বাণলাভ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন প্রতিজ্ঞা মনোহর বর্ণ, মধুর কণ্ঠস্বর, পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্নতা, মধ্যমদেহ, পরিবারসম্পদ ও বিপুল ভোগসম্পদের অধিকারী হই।
- ১১। প্রতিজ্ঞা আমি যেন সর্বধর্মে সুশিক্ষিত, অক্ষুণ্ণ সাগরের মত গভীর জ্ঞানী, মহাতেজস্বী এবং পঞ্চ অভিজ্ঞাসম্পন্ন হই।
- ১২। এই পুণ্য অস্তিমে আমার নির্বাণলাভের হেতু হোক।

চতুর্থ অধ্যায়

শীল

কায়-বাক্ জনিত পাপ ও অশোভন ব্যবহার বর্জন ও সংকর্ম
সম্পাদনই সচ্চরিত্রতা — শীল ।

“আদি সীলং প্রতিষ্ঠা চ কল্যাণানঞ্চ মাতৃকং
পমুখং সব্বধম্মানং তস্মা সীলং বিসোধয়ে।”

— শীল সর্বধর্মের আদি, প্রতিষ্ঠা, মাতা ও প্রধান। তদ্ব্যেতু শীল বিত্ত্ব
করবে ।

শ্রেষ্ঠ মানবজীবন লাভ করে প্রজ্ঞাদি গুণধর্মে তাকে সমুন্নত
করতে হলে সর্বপ্রথম নিজকে শীলে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় বলে
শীলই সর্বকুশল ধর্মের আদি। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই যেমন মানব
জীবন যাপন করে, তেমন শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সংপুরুষগণ
আত্মহিত-পরহিত সম্পাদন করে থাকেন। মাতা যেমন সন্তানকে
সঙ্গত সর্বদুঃখ হতে রক্ষা করে সর্ববিধ হিতসুখ প্রদান করেন
শীলও মায়ের মত সর্বদুঃখনাশক ও সর্বমঙ্গলবিধায়ক। শীলকে বাদ
দিয়ে আত্ম-পরহিত সম্ভব নয় বলে শীল সর্বমঙ্গলকর্মের মধ্যে
প্রমুখ। তদ্ব্যেতু কল্যাণকামী মানবকে শীলবান হতেই হয়।

বারিত ও চারিত্রভেদে সাধারণতঃ শীল দ্বিবিধ। যা পাপ,
অন্যায় ও অশোভন জ্ঞানিগণ যা করতে বারণ করেছেন তা
বারিতশীল এবং যা কর্তব্য আচরণীয় তা চারিত্রশীল। এখানে
কেবল গৃহীযোগ্য বারিতশীল সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করা
হয়েছে। এ শীল গুরু হতেও গ্রহণ করা যায় এবং স্বয়ংও
অধিষ্ঠান করা যায়।

প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ও নেশাসেবন বিরতিই গৃহীদের নিত্য পালনীয় পঞ্চশীল ।

প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, পিশুন, কঠোর, সম্প্রলাপ, অভিধা^১, ব্যাপাদ^২ ও মিথ্যাদৃষ্টি^৩ বিরতিই — দশ সুচরিত শীল । নেশাসেবন ব্যভিচারের অন্তর্গত বলে এখানে পৃথক করে বলা হয়নি । আদিযুগে মানবগণ এই দশশীল পালন করে জীবন যাপন করতেন বলে একে ‘মানবধর্ম’ও বলা হয় ।

এই সুচরিত শীলের প্রথম সাত ও মিথ্যাজীব বিরতিই আজীবকাষ্ট শীল । এগুলি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিন শীলান্দের অন্তর্গত ।

উপোসথ দিবসে পালনীয় অষ্টশীলকে উপোসথশীল বলা হয় । সেই অষ্টশীল যথা — প্রাণিহত্যা, চুরি, অব্রহ্মচর্য (মৈথুন), মিথ্যা, নেশাসেবন, বিকালভোজন, নাচগান, বাদ্যাদি উৎসব-দর্শন মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণ এবং উচ্চ ও মহাশয্যা বিরতি ।

উক্ত অনায়াস কর্ম হতে বিরত হলে বিরতি-চৈতসিকের পূর্ণতাহেতু শীলপালন হয় বলে সর্বার্থসাধক পুণ্য সঞ্চিত হয় ।

এ ক্ষেত্রে এসত্যও জানা উচিত যে শীল ভঙ্গ না করা আর পালন করা এক নয় । শীল ভঙ্গ করলে পাপ হয় । ভঙ্গ না করলে পাপ যেমন হয় না, তেমন পুণ্যও হয় না । যদি পুণ্য হত গরু-ছাগল প্রভৃতি মানুষ হতে বেশী পুণ্যবান হত । কারণ তাদের জীবনে মানুষের মত পঞ্চশীল ভঙ্গ হয় না । শীল পালনেই পুণ্য হয় । শীল পালন করতে হলে সকালে ঘুম থেকে উঠে শীলপালনের সঙ্কল্প করতে হয় এবং শীল ভঙ্গ হয়েছে কিনা মধ্যে মধ্যে, অন্ততঃ রাতে শোবার পূর্বে পরীক্ষা করে দেখতে হয় । যদি ভঙ্গ না হয়, তবে শীলপালনজনিত পুণ্য হয় ।

১। পরসম্পত্তিতে লোভ । ২। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা ।

৩। কর্ম ও ফলে অবিশ্বাস ।

শীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভস্তু তিসরণেন সহ ‘পঞ্চসীলং ধম্মং’^১ যাচামি
অনুগ্ৰহং কত্বা সীলং দেথ মে ভস্তু ।

তুতিয়ম্পি....., ততিয়ম্পি..... ।

পপ্রশীল

- ১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
- ২। অদিম্মাদানা ।
- ৩। কামেসু মিচ্ছাচারো ,,
- ৪। মুসাবাদা ।
- ৫। সুরা-মেরয়-মজ্জপমাদট্টানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

দশ সূচরিত শীল

উক্ত ১ নং হতে ৪ নং ।

- ৫। পিসুনবাচায় বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৬। ফরুসবাচায় ।
- ৭। সম্ফল্লাপা ।
- ৮। অভিজ্জায় ।
- ৯। ব্যাপাদায় ।
- ১০। মিচ্ছাদি ট্টিয়া ,,

আজীবন অষ্টশীল

দশ সূচরিত শীলের ১ নং হতে ৭ নং

- ৮। মিচ্ছাজীবা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

১। অনা-শীলের ক্ষেত্রে — ‘দশ সূচরিত, সীলং ধম্মং’, ‘আজীবকট্টসীলং ধম্মং’, ও ‘অট্টক-সমনাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং’ বলতে হবে ।

অষ্ট উপোসথ শীল

পঞ্চশীলের ১ নং হতে ৫ নং । তবে ৩ নং হবে ‘অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।’

৬ । বিকাল-ভোজনা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।

৭ । নচ-গীত-বাদিত-বিস্কৃদস্মন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনষ্ঠানা বেরমণী ।

৮ । উচ্চ সয়না মহাসয়না বেরমণী ।

—•—

পঞ্চশীল পালনের ফল’

- ১। প্রথম শীল পালনকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন, উত্তম আকৃতিযুক্ত, অতি সুন্দর রূপবান, নীরোগ, শূর, মহাবলবান, অতি বেগবান, যুঁহু, শুচি, সর্বজনপ্রিয়, নির্ভীক, মধুরভাষী, সুপ্রতিষ্ঠিত পাদযুক্ত, শোকহীন, পরোপক্ৰমে মৃত্যুহীন, মহাপরিষদযুক্ত, প্রিয়-বিয়োগহীন, ও দীর্ঘায়ু আদি গুণসম্পন্ন হয় ।
- ২। দ্বিতীয় শীল পালনকারী অভাবহীন, মহাধনী, মহাভোগী, অনুৎপন্ন সম্পত্তিলাভী, লব্ধ সম্পত্তিভোগী, ঈঙ্গিত সম্পত্তি শীঘ্রলাভী, রাজা-চোর-অগ্নি-জল ও অপ্ৰিয় উত্তরাধিকারী কর্তৃক অবিনষ্ট সম্পত্তি, লোকশ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ-বিহারী আদি গুণযুক্ত হয় ।
- ৩। তৃতীয় শীলপালনকারী স্ত্রী-নপুংসকজন-বর্জনকারী, অক্ৰোধী, শত্রুহীন, নির্ভীক, অপায়-ভয়হীন, সর্বজনপ্রিয়, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয়নাসনলাভী, সুখ-শয়নশীল, সুখ-জাগরণশীল, প্রত্যক্ষকারী,

পরিপূর্ণেশ্বর, নিঃশঙ্ক, অমুৎসুক, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমিক, উৎফুল্ল-বদন, প্রিয়-বিরোগহীন ও সুখবিশারী প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়।

৪। চতুর্থ-শীলপালনকারী বিপ্রসন্ন ইন্দ্রিয়, বিশিষ্ট মিষ্টিভাষী, শুভ শুদ্ধ সমদম্বযুক্ত, অতি স্থূলতাহীন, অতি কৃশতাহীন, অতি হ্রস্বতাহীন, অতি দীর্ঘতাহীন, সুখসংস্পর্শযুক্ত, উৎপলগন্ধমুখযুক্ত, কমললোচনযুক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন, পাতলা কোমল জিহ্বাযুক্ত, ঔদ্ধত্যহীন, সুবাক্য পরিজনযুক্ত ও বাক্যদোষহীন প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়।

৫। পঞ্চম-শীল পালনকারী অজড়, অনলস, ঈর্ষাহীন, অক্রোধী, সত্যবাদী, মিলনবাদী, অনোন্মাদ, অসম্মোহ, অপ্রমত্ত, দানশীল, সম্যক-দৃষ্টিযুক্ত, মেধাবী, স্মৃতিমান, প্রজ্ঞাবান, কৃতজ্ঞ, লজ্জাশীল, নির্ভীক, অমুৎসুক, মধুর ও সারবাদী, মাৎসর্ঘ্যহীন, সরল, পাপভয়যুক্ত, মহৎ, উদার, অর্থানর্থ জ্ঞানে দক্ষ এবং ত্রিকাল করণীয়ে সুপণ্ডিত প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়।

‘গুণানং মূলভূতস্য দোষানং বলঘাতিনো

ইতি শীলস্য বিশ্লেষণং আনিসংসং কথামুখ’স্তি।’

— শীলের ফল অপ্রমের। সংক্ষেপে বলতে গেলে — শীল সজোরে সর্বদোষঘাতক এবং সর্বগুণের মূল উৎস — এটাই শীলের ফল বলে জ্ঞাতব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাবনা

সঞ্জীবনী সুধা

অজ্ঞানতার মত মহা অনিষ্টকারী পাপ দ্বিতীয় নেই। একেই অবিদ্যা এবং মোহ বলা হয়। ‘মোহেন মূল্‌হো’— মোহের দ্বারাই মূঢ় বা মুর্থ হয়। মোহ হতেই লোভ ও দ্বেষাদি সর্বপাপধর্ম উৎপন্ন হয়। ভাবনাদ্বারা সেই মোহাঙ্ককার বিনাশক প্রজ্ঞাসূর্য চিন্তাকাশে উদ্ভিত হয়ে চিন্তকে প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত করলে প্রকৃত সত্য প্রকট হয় এবং তাতেই পরম শান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ হয়।

‘সত্যং তু অমৃতম্’। ‘সত্য মহান ও সুন্দর। সত্য অবিনশ্বর সত্য ভিন্ন ত্রাণকর্তা নেই। সত্যেই অমরত্ব বিদ্যমান।’ এজন্য বিশ্বের মহামানবগণ সর্ব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই সত্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘সত্যই আছে— অনন্তকাল থাকবে। মিথ্যা আমার সৃষ্টি। আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকট রুদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি—সত্যকে দিতে পারি না।’

বৈদাস্তিক পণ্ডিত বিবেকানন্দ বলেছেন—‘যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর; জীবন ও ধন-সম্পত্তি নশ্বর; বন্ধুত্ব এবং প্রেমও অচিরস্থায়ী; এমন কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়। একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্য! তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক হও।’

এক ইংরাজ মনীষী বলেছেন — 'The truth is above reason. The object of reasons is to attain the truth. For truth we should work, live and be ready if necessary to die.' — সত্য যুক্তি-তর্কের উপরে। সত্য লাভের জন্যই যুক্তি-তর্ক। সত্যের জন্যই আমাদের কাজ করা উচিত — বাঁচা উচিত এবং প্রয়োজন হলে জীবন ত্যাগ করা উচিত।

এই সত্যকে দেখতে হলে, জানতে হলে ও সাক্ষাৎ করতে হলে যোগ্য চক্ষুর প্রয়োজন। চক্ষুর কাজই দর্শন করা। চক্ষু দ্বিবিধ — মাংসচক্ষু ও প্রজ্ঞাচক্ষু। প্রজ্ঞাচক্ষু আবার বুদ্ধচক্ষু, সমস্তচক্ষু, ধর্মচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও জ্ঞানচক্ষুভেদে পঞ্চবিধ। পরের আশয়-অমুশয় এবং দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের তারতম্য জ্ঞানই — বুদ্ধচক্ষু। সর্বজ্ঞতাজ্ঞানই — সমস্তচক্ষু। স্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী এবং অর্হতের মার্গ ও ফলজ্ঞানই — ধর্মচক্ষু। মৃত্যুর পর কর্মানুসারে প্রাণীদের গতি দর্শনই — দিব্যচক্ষু। চার আর্ঘসত্যের পরিচ্ছেদজ্ঞান এবং বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানই — জ্ঞানচক্ষু।

মাংসচক্ষুদ্বারা মানুষ যা দেখে সত্য মনে করে, তা সংজ্ঞা বা ব্যবহারিক সত্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তা সবই মিথ্যা। যেমন প্রত্যেকে দেখে যে সোনার থালার মত সুন্দর একটি সূর্য পূর্বদিকে উদ্ভিত হয়। এত বড় ১৫/১৬টি সূর্য এক কামড়াতেও ধরে যায়। কিন্তু সত্য এই যে — সূর্য পৃথিবী হতে তের লক্ষগুণ বড়। সবাই দেখে যে সূর্য পূর্বদিকে উদ্ভিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্য ঘুরছে, পৃথিবী স্থির। কিন্তু সত্য হচ্ছে তার বিপরীত। সবাই দেখে যে দিনের মত রাতেও তারা মাথা উপর দিকে রেখে হাঁটে। কিন্তু সত্য এই যে পৃথিবী ঘুরছে বলে রাতে সবাই বাহুরের মত মাথা নীচের দিকে রেখেই হাঁটে। দেব-দেবীর মত সুন্দর যুবক-যুবতী পরম্পরের শরীরকে কত সুন্দর

দেখে । আসলে তা মিথ্যা । এই কায়কে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে কায়ের সত্য স্বরূপ প্রকটিত হয় । তখন দেখা যায় যে এ কায়টি অশুচি, অপবিত্র, ঘৃণিত ও দুর্গন্ধ বস্তুর রাশি মাত্র ।

মানুষ মাংসচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যা সত্য মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই অসত্য । শুধু তা নয়, এ মাংসচক্ষু মৃতমানবকেও জীবিতরূপে দেখে । জীবিতের লক্ষণ কি ? কেউ বলতে পারে ‘শ্বাস-প্রশ্বাস’ । তা জীবিতের লক্ষণ হলে কামারের হাপর এবং ফুটবলের পাম্পার ও জীবিত । অন্য কেউ বলতে পারে ‘বুকের স্পন্দন’ । তবে ত ঘড়ি ও জীবিত । অপর কেউ খাওয়া, চলাফেরা এবং কথা বলাদি জীবিতের লক্ষণ বলতে পারে । তা সত্য হলে ‘সিনেমার ফটোগুলি’ও জীবিত প্রমাণিত হয় । এতে প্রমাণিত হয় যে জীবিতরূপে সবকে দেখলেও তা মিথ্যা । আসলে সবাই মৃতই ।

স্বপ্নেদৃষ্ট বিষয় মানুষের সত্য মনে হয় । জাগ্রত হলেই মানুষ বুঝতে পারে যে সবই মিথ্যা । প্রজ্ঞাবান জাগ্রত ব্যক্তি প্রজ্ঞাচোখে দেখেন যে জগতবাসী ‘অন্ধকারের ও নন্ধা’— অজ্ঞানান্দকারে আবৃত । সবাই মোহিত্রায় স্বপ্নগ্রস্ত । ‘পদীপং ন পবেসন্তি’— জ্ঞানপ্রদীপ অশ্বেষণ করছে না ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে মানুষ অনেক বিষয় জানে এবং তজ্জন্ম অনেক নিজকে বড় জ্ঞানী মনে করে থাকে । প্রকৃতপক্ষে বহু শিক্ষিত যে নিজকেও জানে না, সে-সত্যও জানে না । জ্ঞানীর বাক্য হচ্ছে—

‘বহুনি শাস্ত্রানি বিবিধা চ বিদ্যাঃ ;

স্বল্পশ্চ কালো বহুশ্চ বিদ্যাঃ ।

যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ং ;

হংসো যথা ক্ষীরমিবানু-মিশ্রম্ ।’

— জগতে বহুশাস্ত্র এবং বিবিধ বিদ্যা বর্তমান । মানুষের আয়ু কিন্তু স্বল্প, তাতে আবার বিদ্যও বেশী । অতএব রাজহংসের ক্ষীরাধু হতে কেবল ক্ষীর পানের ন্যায়, সারবস্তুরই সেবা করা উচিত ।

সেই সার হচ্ছে ‘আত্মজ্ঞান’ । পৃথিবীর যেকোন স্থান হতে মহাসমুদ্রের অগ্রমেয় জলরাশির একবিন্দু জলকে জানতে পারলে যেমন সমস্ত জল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, তেমন নিজকে জানতে পারলে বিশ্ব-জগতকে জানা যায় ।

‘কায়’ এবং ‘মন’ নিয়েই ‘আত্ম’ বা ‘আমি’ । তন্মধ্যে মন সূক্ষ্ম ও ছুজ্জের্য এবং কায় স্থূল ও সুজ্জের্য । তদ্ব্যতীত আত্মজ্ঞানাকাজক্ষী বুদ্ধিমানের পক্ষে প্রথম কায়কে জানবার চেষ্টা করা বিধেয় । সত্যসন্ধানীকে বৈজ্ঞানিকের মত অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যকে জানতে হবে ।

‘কায়’ হচ্ছে কু (কুংসিং) + আয় (রাশি), কুংসিতের রাশি মাত্র । এই কায়ের ভিতরে-বাহিরে যা কিছু আছে যেমন কেশ, ত্বক্, মাংস, অস্থি, স্নায়ু, রক্ত, পুঁষ, বিষ্ঠা ও প্রস্রাবাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে কায়টি অশুচি, অপবিত্র, ঘৃণিত এবং দুর্গন্ধরূপে পরিদৃষ্ট হয় । এই কায় হতে নবদ্বার এবং অসংখ্য লোমকূপ দিয়ে দৈনিক যা বাহির হয়, তা পরিষ্কার না করে যদি শরীরের বস্ত্র শরীরেই লেপে রাখা হয়, স্নেহময় মাতাপিতাও ঘৃণায় সরে যান, আর অন্য-প্রিয়জনের কথাই বা কি । সুসজ্জিত মল-মুত্রপূর্ণ ভাণ্ডের প্রতি অবোধ শিশু বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন আকৃষ্ট হয়, তেমন অজ্ঞ যুবক-যুবতী পরম্পরের দেহ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় । নিত্য পরিবর্তনশীল অশুচিভাণ্ড এই দেহকেই রক্ষা করবার জন্য নিয়মিত খাওয়া, মল-মুত্রত্যাগ ও ইরিষাপথ পরিবর্তন প্রভৃতি যে মানুষকে করতে হয়, সেই জ্ঞানও কম লোকের আছে । সর্বপ্রকারে যত্ন করলেও জরা ব্যাধি ও মৃত্যু হতে এ দেহকে রক্ষা

করা যায় না । এই কায় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বিবিধ পাপকর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজের ও পরের অপ্রমেয় দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ হয়ে থাকে । এই কায় সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারলে ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত হয়, মনের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হয়ে মন শান্ত হয় । তখন মনকে অনায়াসে যথাযথ জানা যায় । এতে অতি সহজেই ‘আত্মজ্ঞান’ লাভ হয়ে থাকে । কায়কে অবলম্বন করে ভাবনায় অন্ধের দিব্যদৃষ্টি এবং মৃত ব্যক্তির নবজীবন লাভ হয় । তাই এ ভাবনাই ‘সঞ্জীবনী সূধা’ । পালিতে একে ‘কায়গতসতি’ (কায়স্মৃতি) বলা হয় ।

বুদ্ধ বলেছেন — যে কায়স্মৃতি ভাবনা আরম্ভ করেছে সে অমৃত পান করতে আরম্ভ করেছে । যে কায়স্মৃতি ভাবনার বিরুদ্ধে সে অমৃতের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বুদ্ধ নানাভাবে এবং বিপুল আকারে কায়স্মৃতি ভাবনার ফল প্রকাশ করেছেন । বুদ্ধ আরও বলেছেন-- এই কায়স্মৃতি মহাপ্রজ্ঞাপারাবার । মহাসমুদ্র যার অন্তরে গৃহীত সমুদ্র-গামী ছোটবড় সকল জলপ্রবাহ যেমন তার অন্তরে গৃহীত হয়, কায়স্মৃতি যার দ্বারা উৎপন্ন ও বর্ধিত হয়, সর্বপ্রকার প্রজ্ঞা তার মধ্যে তেমন উৎপন্ন ও বর্ধিত হয় । এতে অবিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার অন্ধকার ধ্বংস হয়ে বিদ্যালোকে তার চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে থাকে । সেই প্রজ্ঞালোকে বিশ্ব-সংসারকে প্রত্যক্ষ দেখে সেই ব্যক্তি সর্ব-দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরম শাস্তি নির্বাণ লাভ করে থাকে ।

এ সত্য দর্শন করতে যে-কোন ধর্মাবলম্বীর এবং যে-কোন সম্প্রদায়ের নরনারীর বাধা থাকতে পারে না । ইচ্ছা করলে যে-কোন ধর্মাবলম্বী নরনারী এই ‘সঞ্জীবনী-সূধা’র স্বাদ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । তবে দু-একবার চেষ্টায় সে অমৃতের স্বাদ লাভ করা সম্ভব নয় ।

সঞ্জীবনী-সূধা পান করে বিশ্বের সবাই অমর হোক ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিভ্রাণ'

পরিভ্রাণ প্রার্থনা

বিপত্তি-পটিবাহায় সব্বসম্পত্তি-সিদ্ধিয়া, সব্বদুঃখ-বিনাসায়, সব্বভয়-বিনাসায়, সব্বরোগ-বিনাসায় ভবে দীঘায়ুদায়কং অম্হাকং হিতথায় পরিত্তং ক্ৰথ মঙ্গলং অনুকম্পং উপাদায় ।

— সৰ্ববিপত্তি-ভয়-রোগ-দুঃখ বিনাশক এবং দীর্ঘায়ু ও সৰ্বসম্পত্তি-প্রদায়ক মঙ্গল-পরিভ্রাণ আমাদের হিতের জন্য অনুকম্পা করে আৰ্হুতি করুন ।

দেবতা আহম্বণ

সম্নে কামে চ রূপে গিরিসিখরতটে চ'ন্তুলিক্ষে বিমানে
দীপে রষ্টে চ গামে তরুবনগহনে গেহবথুম্হি খেত্তে ।

ভূম্মা চা'য়ন্ত দেবা জল-স্থল-বিসমে যক্ষ-গন্ধর্ব-নাগা

তিষ্ঠন্তা সন্তিকে যং মুনিবর-বচনং সাধবো মে সুগন্ত ।

ধম্মসবণকালো অয়ং ভদন্তা ! [৩]

— স্বৰ্গে কামলোকে রূপলোকে গিরিসিখরতটে অন্তলিক্ষের বিমানে দ্বীপে রাষ্ট্রে গ্রামে তরুবনগহনে গৃহবাস্ততে ক্ষেত্রে ভূমিতে ও নিকটে অধিবাসী দেবগণ জল-স্থল-বিষমবাসী যক্ষ-গন্ধর্ব-নাগগণ এসে প্রসন্নচিত্তে মুনিবরের বচন শ্রবণ করুন ।

মহাশয়গণ, এখন ধর্মশ্রবণের সময় ।

১। পরি সমন্ততো তায়তি রুখতীতি — পরিত্তং — সৰ্ববিধ আপদ-বিপদ এবং রোগ-ভয়াদি হতে জ্ঞাণ করে রক্ষা করে বলে — পরিভ্রাণ !

রতন সুভং

নিদানং

কোটি-সতসহস্রৈশ্চ চক্ৰবালৈশ্চ দেবতা ;
 যস্মা'গম্পটিগ্গণ্হন্তি যঞ্চ বেসালিয়া পুরে ।
 রোগা'মনুস্ম-দুস্তিক্শ-সমুত'স্তিবিধং ভয়ং ;
 খিগ্গম'ন্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সুত্রং

- ১ । যানী'ধ ভূতানি সমাগতানি
 ভুস্মানি'ব যানি'ব অন্তুলিক্শ
 সবেব ভূতা সুমনা ভবন্ত
 অথো পি সৰুচ্চ সুগন্ত ভাসিতং ।
- ২ । তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সবে ;
 মেন্তং করোথ মানুসিয়া' পজায় ।
 দিবা চ রন্তো চ হরন্তি যে বলিং ;
 তস্মাহি নে রক্শথ অগ্নমন্তা ।
- ৩ । যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হ্রং বা ;
 সগ্নৈশ্চ বা যং রতনং পণীতং ।
 ননো সমং অথি তথাগতেন ;
 ইদম্পি বুদে রতনং পণীতং ;
 এতেন সচেন সুবথি হোতু ।
- ৪ । বনগ্নগুশ্বে যথা ফুস্মিত'গ্নে ;
 গিম্হান-মাসে পঠমস্মিং গিম্হে ।
 তথুপমং ধম্মবরং অদেসয়ী ;
 নিক্বানগামিং পরমং হিতায় ।

- ইদ'ম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ৫ । বরো বরপু বরদো বরা'হরো ;
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসয়ী ।
ইদ'ম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ৬ । খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং ;
যদ'জ্জগা সাক্যমুনী সমাহিতো ।
ন তেন ধম্মেন সম'খি কিঞ্চি ;
ইদ'ম্পি ধম্মে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ৭ । যং বুদ্ধসেত্তো পরিবল্পয়ী সুচিং ;
সমাধিমা'নন্তরিকপ্পমা'হ ।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদ'ম্পি ধম্মে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ৮ । যে পুগ্গলা অর্ট্ট সতংপসথা ;
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি ।
তে দক্কিণেয়্যা সুগতস্স সাবকা ;
এতেস্সু দিন্নাদি মহপ্পলানি ।
ইদ'ম্পি সংঘে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ৯ । যে সুপ্পঘুত্তা মনসা দল্হেন ;
নিকামিনো গোতম-সাসনম্হি ।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্হ
লঙ্কামুখা নিকবুতিং ভুঞ্জমানা ।

ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১০ । যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া ;
চতুস্তি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো ।
তথু'পমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ পস্মতি ।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১১ । যে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গন্তীর-পঞ্চেণ সুদেসিতানি ।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অর্টমং আদীয়ন্তি ।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১২ । সহা'ব'স্স দস্সন-সম্পদায় ;
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি ।
সক্কায়দি'ট্ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ
সীলব্বতং বা'পি যদ'খি কিঞ্চি ।
চতুহ'পায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চা'ভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং ।
ইদ'ম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১৩ । কিঞ্চাপি সো কস্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচায়ু'দ চেতসা বা ।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়

অভবতা দিষ্টপদস্য বৃত্তা ।
ইদ'ম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

১৪ । খীগং পুরাণং নবং নথি সম্ভবং
বিরক্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং ।
তে খীগবীজা অবিকুল্‌হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'য়ং পদীপো ।
ইদ'ম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

১৫ । যানী'ধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্কে ।
তথাগতং দেব-মমুস্স পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবথি হোতু ।

১৬ । যানীধ.....ধম্মং..... ।

১৭ । যানীধ.....সংঘং..... ।

—০—

এই পরিভ্রাণ আবৃত্তিতে বৈশালীর দ্বিভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্যভর
বিনষ্ট হয়েছিল । অতএব এর আবৃত্তিতে ঐসব এবং অন্যান্য ভয় ও
উপদ্রবাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।

অনুবাদ

নিদান

কোটি শতসহস্র চক্রবালের দেবতা যেই বুদ্ধের আদেশ পালন করেন, যাঁর দেশিত পরিত্রাণের প্রভাবে বৈশালীপুরে উৎপন্ন রোগ, অমনুষ্য ও ত্রিভিক্ষজনিত ত্রিবিধ ভয় শীঘ্রই অন্তহিত হয়েছিল, সেই পরিত্রাণ আবৃত্তি করছি !

সূত্র

- ১। সমাগত ভূমিবাসী ও অন্তরীক্ষবাসী সকল সত্ত্ব আনন্দিত হয়ে ভক্তির সহিত আমার বাক্য শ্রবণ কর ।
- ২। মানবগণ দিব্যরাত্র পুণ্যদান দিয়ে তোমাদের পূজা করছে। তদ্ব্যতীত তোমরা মৈত্রীপরায়ন হয়ে অপ্রমত্তভাবে তাদের রক্ষা কর ।
- ৩। ইহ ও পরলোকে এবং স্বর্গসমূহে যে-সব শ্রেষ্ঠ রত্ন বিদ্যমান, তারা তথাগত বুদ্ধরত্নের সমান নয়। এই সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক ।
- ৪। বসন্তসমাগমে নব কিশলয়ে ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে প্রকৃতিদেবী যেমন সুশোভিত হয়, বুদ্ধ তেমন সুশোভিত নির্বাণগামী উত্তম-ধর্ম দেশনা করেছেন। এই কারণে জগতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক ।
- ৫। বর বরজ বরাহরণকারী এবং বরদ অনুত্তর বুদ্ধ উত্তম-ধর্ম দেশনা করেছেন। এই কারণে জগতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক ।
- ৬। শাক্যমুনী সমাধিস্থ হয়ে যে মোহক্ষয় বিরাগ শ্রেষ্ঠ অমৃত সাক্ষাৎ করেছেন, সেই ধর্মের (নির্বাণের) সমান অন্য কিছুই নেই। এই কারণে জগতে এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক ।

- ৭। বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যেট শুচি 'আনন্তরিক সমাধি'র প্রশংসা করেছেন, সেই সমাধির সমান অন্য কোনও রত্ন নেই। এই কারণে জগতে এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ৮। দক্ষিণাযোগ্য যে আটজন সুগতশ্রাবক বুদ্ধাদি জ্ঞানী-প্রশংসিত, যাঁদের দান দিলে মহাফল হয়, সেই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্য-প্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ৯। যাঁরা ভোগাসক্তি ত্যাগ করে গৌতম শাসনে দৃঢ়চিত্তে নিযুক্ত, তাঁরা অনার্যাসে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়ে অমৃত নির্বাণ-সুখে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। সেই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্য প্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ১০। যে সম্পুরুষ আর্যসভ্যকে বিচার করে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁকে আমি চতুর্দিকের ঝড়ে অকম্পিত পৃথিবীতে সুপ্রোথিত শুভের মত স্থির বলি। এই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ১১। গভীর প্রাজ্ঞকর্তৃক সুদেশিত আর্যসভ্য যাঁরা উত্তমরূপে ভাবনা করে-ছেন, তাঁরা খুব প্রমত্ত হলেও কামলোকে আটবার জন্মগ্রহণ করবেন না। এই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ১২। সত্যদর্শনের সাথেই সত্যদ্রষ্টার আত্মদৃষ্টি, সংশয় ও লীলব্রতাসক্তি এ ত্রিবিধ সংযোজন ছিল হয় এবং তাঁরদ্বারা অপায়গমন ও ছয় গুরুকর্ম সম্পাদন অসম্ভব হয়। এই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ১৩। যদি তিনি কার্শ্মনোবাকো কোনও পাপ করেন তা তিনি গোপন করতে পারেন না। কারণ সত্যদ্রষ্টার পক্ষে পাপগোপন অসম্ভব। এই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।
- ১৪। সত্যদ্রষ্টার (অহংতের) পুনর্জন্মদায়ক পুরান কর্ম বিনষ্ট এবং ভেদন নবকর্ম উৎপন্ন হবার সম্ভাবনাও নেই। তাঁরা যেকোন ভাবে পুনর্জন্মে বিরক্ত। আকাঙ্ক্ষাহীন ক্ষীণবীজ তাঁরা নির্বাণোন্মুখ এই প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ-প্রাপ্ত হন। এই সংঘই রত্নের মধ্যে প্রধান। এ সত্যপ্রভাবে সবারই শুভ হোক।

୧୫—୧୭ । ପରିତ୍ରାଣେର ଶେଷେ ଦେବରାଜ ଇଚ୍ଛା ବଲେନ — ସମାଗତ ଭୂମି ଓ ଆକାଶ
ବାସୀ ଆମରା ସବାଇ ଦେବ-ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କେ
ନମସ୍କାର କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଗତିର ପ୍ରଭାବେ ସବାରୁଇ ଶୁଭ ହୋକ !

—

ଆଟାବାଟିୟ ସୁତ୍ରଂ

ନିଦାନଂ

ଅମ୍ଳସନ୍ନେହି ନାଥସ୍ୟ ସାସନେ ସାଧୁସମ୍ମତେ
ଅମନ୍ତୁସ୍ନେହି ଚଢ଼େହି ସଦା କିବିସକାରୀହି ।
ପରିସାନଂ ଚତସ୍ରାଂ ଅହିଂସାୟ ଚ ହୃଦ୍ରିୟା
ସଂ ଦେସେସି ମହାବୀରୋ ପରିବ୍ରତଂ ତଂ ଭଗାମ ହେ ।

ସୂତ୍ରଂ

- ୧ । ବିପତ୍ତିସ୍ୟ ନମଥୁ ଚକ୍ଷୁଃସ୍ତସ୍ୟ ସିରୀମତୋ
ସିଥିସ୍ୟ ପି ନମଥୁ ସବଭୂତାନୁକମ୍ପିନୋ ।
- ୨ । ବେସ୍ତଭୁସ୍ୟ ନମଥୁ ନହାତକସ୍ୟ ତପସ୍ତ୍ରିନୋ
ନମଥୁ କକୁଦକ୍ଷସ୍ୟ ମାରସେନପ୍ଳମନ୍ଦିନୋ ।
- ୩ । କୋନାଗମନସ୍ୟ ନମଥୁ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବୃସୀମତୋ
କସ୍ୟପସ୍ୟ ନମଥୁ ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତସ୍ୟ ସବସ୍ଥି ।
- ୪ । ଅନ୍ତୀରସସ୍ୟ ନମଥୁ ସକ୍ୟପୁତ୍ରସ୍ୟ ସିରୀମତୋ
ସୋ ଇମଂ ଧ୍ୟାୟଂ ଦେସେସି ସବଭୁକ୍ଷପନୂଦନଂ ।
- ୫ । ସେ ଚା'ପି ନିବର୍ତ୍ତା ଲୋକେ ସ୍ଥାଭୂତଂ ବିପତ୍ତିସ୍ତୁଂ
ତେ ଜନା ଅପି କ୍ଷୁନାଥା ମହନ୍ତା ବୀତସାରଦା ।

- ৬। হিতং দেবমমুস্মানং যং নমস্মাস্তি গোত্রমং
বিজ্জাচরণসম্পন্নং মহন্তং বীতসারদং ।
- ৭। এতে চ'প্রো চ সমুদ্রা অনেক-সত্কেটিয়ো
স'ব্ব বুদ্ধা'সমসমা সবে বুদ্ধা মহিদ্ধিকা ।
- ৮। সবে দসবলু'পেতা বেসারজেহ'পাগতা
সবে তে পটিজানন্তি আসভট্টানমু'ত্তমং ।
- ৯। সীহনাদং নদন্তে তে পরিসামু বিসারদা
ব্রহ্মচকং পবন্তেস্তি লোকে অগ্নটিবত্তিয়ং ।
- ১০। উপেতা বুদ্ধধম্মেহি অর্ট্টারসহি নায়কা
বত্তিস-লক্খণু'পেতা অসীতামুব্যঞ্জনাদরা ।
- ১১। ব্যামগ্গভায় সুগ্গভা সবে তে মুনিকুঞ্জরা ;
বুদ্ধা সবেগু'নো এতে সবে খীণাসবা জিনা ।
- ১২। মহগ্গভা মহাতেজা মহাপগ্গা মহব্বলা
মহাকারুণিকা ধীরা সবেসানং সুখাবহা ।
- ১৩। দীপা নাথা পতিট্টা চ তাগা লেণা চ পাণীনং
গতী বন্ধু মহস্মাসা সরণা চ হিতেসিনো ।
- ১৪। সদেবকস্ম লোকস্ম সবে এতে পরায়ণা
তেসা'হং সিরসা পাদে বন্দামি পুরিসুত্তমে ।
- ১৫। বচসা মনসা চেব বন্দামে'তে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চা'পি সবেদা ।
- ১৬। সদা সুখেন রক্কন্তু বুদ্ধা সন্তিকরা মমং ;
তেহি মং রক্কিতো সন্তো মুত্তো সবেভয়েহি চ ।
- ১৭। সবেরোগা বিনিম্মুত্তো সবেসন্তাপ-বজ্জিতো ;
সবেবেরম'তিকন্তো নিকু'তো চ অহং ভবং ।

- ১৮। তেসং সচ্চেন সৌলেন খন্তী-মেত্বলেন চ :
তে'পি মং অনুরক্তান্ত আরোগ্যেন সুখেন চ ;
- ১৯। পুরথিমস্মিং দিসাভাগে সন্তিভূতা মহিদ্ধিকা ;
- ২০। দক্ষিণস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা
- ২১। পচ্ছিমস্মিং দিনাভাগে সন্তি ষক্কা মহিদ্ধিকা ;
- ২২। উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি ষক্কা মহিদ্ধিকা ;
- ২৩। পুরথিমেণ ধতরত্তৌ দক্ষিণেন বিরুল'হকো ;
পচ্ছিমেণ বিরুপহ্বে কুবেরো উত্তরং দিসং ।
- ২৪। চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যসস্মিনো ;
তেপি মং অনুরক্তান্ত আরোগ্যেন সুখেন চ ।
- ২৫। ইদ্ধিমন্তা চ যে দেবা বসন্তা ইধ সাসনে :
- ২৬। আকাসষ্ঠী চ ভূমষ্ঠী দেব-নাগা মহিদ্ধিকা ;
- ২৭। সস্বীতিয়ো বিবজ্জন্ত সোকো রোগো বিনস্সতু ;
মা মে ভবহন্তরায়ো সুখী দীঘায়ুকো ভবং ।
- ২৮। অভিবাদন-সীলিস্স নিচ্চং বুদ্ধা'পচায়িনো ;
চত্তারো ধম্মা বজ্জন্তি আয়ু বধ্ধং সুখং বল'ন্তি ।

—সমাপ্ত—

এই পরিভাষণ আবৃত্তি প্রভাবে শুধু অমনুষ্যের উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া যায় তেমন নয়, মহাঋদ্ধিমান দেবনাগগণ তাকে আরোগ্য এবং সুখে রক্ষা করেন । বুদ্ধদের বন্দনার প্রভাবে সর্বভয়-বৈর-সন্তাপাদি হতে মুক্ত হয়ে নীরোগ সুদীর্ঘ-জীবী নিরুপদ্রব ও সুখী হওয়া যায় ।

অনুবাদ

নিদান

মাধুসদ্যত লোকনাথের শাসনের প্রতি অপ্রসন্ন প্রচণ্ড ও অনিষ্টকারী অমনুষ্য হতে চার পরিষদকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবার জন্য মহাবীর বুদ্ধ যে পরিভ্রাণ দেশনা করেছেন আমি তা আবৃত্তি করছি।

সূত্র

- ১। চক্ষুস্মান বিপস্মী বুদ্ধকে এবং সর্বভূতানুকম্পী শিখী বুদ্ধকে নমস্কার করছি।
- ২। স্নাতক তপস্মী বেস্রভূ বুদ্ধকে এবং মারসেনা-প্রমদনকারী ককু-সন্ধ বুদ্ধকে নমস্কার করছি।
- ৩। ব্রহ্মচর্য-পরিপূরক কোনাগমন বুদ্ধকে এবং সর্বপ্রকারে বিমুক্ত কণ্যাপ বুদ্ধকে নমস্কার করছি।
- ৪। যিনি সর্বদুঃখবিনাশক এই ধর্ম দেশনা করেছেন সেই অঙ্গীরস শ্রীমান শাক্যপুত্রকে নমস্কার করছি।
- ৫। যাঁরা মহান নির্ভীক যথাভূত দর্শন করে নির্বাণ-প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই শ্রেষ্ঠ নাথদের নমস্কার করছি।
- ৬। মহান নির্ভীক বিদ্যাচরণসম্পন্ন দেব-মানবের-হিতকারী যেই গৌতম-কে সবাই নমস্কার করে, আমিও তাঁকে নমস্কার করছি।
- ৭। এঁরা এবং অন্য বহু শতকোটি সম্যক সম্বুদ্ধ সবাই অসমসম এবং সবাই মহাঋদ্ধিমান।
- ৮। সবাই দশবলসম্পন্ন বৈশারদ্যযুক্ত, তাঁরা সবাই উত্তম শান্তিপদ অবগত হয়েছেন।
- ৯। সেই বিশারদগণ পরিষদে সিংহনাদ করেন এবং জগতে অপ্রবর্তিত ব্রহ্মচক্র (ধর্মচক্র) প্রবর্তন করেন।

- ১০। নায়কগণ আঠার প্রকার বুদ্ধধর্ম, বত্রিশ লক্ষণ ও আশি অমুব্যঞ্জন-লক্ষণ যুক্ত ।
- ১১। সেই মুনিবৃদ্ধগণ সবাই ব্যামপ্রভায় উদ্ভাসিত, ক্ষীণাসব জিন এবং সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ।
- ১২। তাঁরা মহাপ্রভাসম্পন্ন মহাতেজস্বী মহাপ্রাজ্ঞ মহাবলবান মহাকারণিক ধীর এবং সবারই সুখদায়ক ।
- ১৩। তাঁরা প্রাণীদের দ্বীপ নাথ প্রতিষ্ঠা ত্রাতা ও আশ্রয়দাতা এবং হিতাশ্বেষীদের শরণ গতি বন্ধু ও মহাস্বাস ।
- ১৪। তাঁরা সবাই দেবনরলোকের আশ্রয় । সেই পুরুষোত্তমদের শ্রীপাদপদ্মে আমি নতশিরে বন্দনা করছি ।
- ১৫। আমি গমন দাড়ান উপবেশন ও শয়নে সর্বদাই সেই তথাগতদের কায়মনো-বাক্য বন্দনা করছি ।
- ১৬। শান্তিকারী বুদ্ধগণ আমাকে সর্বদা সুখে রক্ষা করুন । তাঁদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমি সর্বভয় হতে মুক্ত হয়েছি ।
- ১৭। আমি সর্বরোগমুক্ত সর্বসন্তাপবর্জিত এবং সর্ববৈরী অতিক্রান্ত হয়ে সুখে অবস্থান করছি ।
- ১৮। তাঁদের সত্য শীল ক্ষান্তি ও মৈত্রী বলে আমার মঙ্গল হোক এবং তাঁরা আমায় আরোগ্য ও সুখে রক্ষা করুন ।
- ১৯—২২। পূর্বদিকের মহাঋদ্ধিমান ভূতগণ, দক্ষিণ দিকের মহাঋদ্ধিমান দেবগণ, পশ্চিমদিকের মহাঋদ্ধিমান নাগগণ, এবং উত্তরদিকের মহাঋদ্ধিমান যক্ষগণ আমাকে আরোগ্য ও সুখে রক্ষা করুন ।
- ২৩—২৪। পূর্বদিকের ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণের বিরাটক, পশ্চিমের বিরাটপক্ষ এবং উত্তরের কুবের এই চার যশস্বী লোক পাল মহারাজা আমাকে আরোগ্য ও সুখে রক্ষা করুন ।
- ২৫। বুদ্ধশাসনে অধিবাসী ঋদ্ধিবান দেবগণ ও আমাকে নিরাময় ও সুখে রক্ষা করুন ।

- ২৬। আকাশস্থ ও ভূমিষ্ঠ ঋদ্ধিবান দেবনাগগণও আমাকে নিরাময় ও সুখে রক্ষা করুন ।
- ২৭। আমার সর্বউপদ্রব বিদূরীত ও রোগ-শোক বিনষ্ট হোক । আমি অন্তরায়হীন দীর্ঘজীবী ও সুখী হই ।
- ২৮। অভিবাদনশীল ও নিত্য জ্ঞান ও বয়ঃবৃদ্ধ-সেবকের আয়ু বর্ণ সুখ ও বল এ চার সম্পদ বর্ধিত হয় ।

—০—

করণীয় য়েভসূত্তং^১

নিদানং

যস্মানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেত্তি ভিংসনং ;
 যম্হি চেবানুযুজ্জন্তো রন্তিন্দিবম'তন্নিতো ।
 সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি ;
 এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভগাম হে ।

সূত্তং

- ১। করণীয়ম'থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
 সকো উজ্জু চ সুজ্জু চ সুবচো চস্স মুহু অনতিমানী ।
- ২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অগ্গকিচ্ছো চ সল্লহকবুত্তি ;
 সন্তুদ্দিয়ো চ নিপকো চ অগ্গগত্তো কুলেসু অনহুগিচ্ছো ।
- ৩। ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিপ্রু'পরে উপবদেযুং ;
 সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সবেব সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ।

১। এ পরিভ্রাণ আবৃত্তির ফলে সুনিদ্রা হয় এবং দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয় ।

- ৪। যে কেচি পাণ-ভূত'খি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা ;
দৌঘা বা যে মহন্তা বা মজ্জিমা রস্মকা'ণুকথুলা ।
- ৫। দিষ্টা বা যে'ব অদিষ্টা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে ;
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সবে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।
- ৬। ন পরো পরং নিকুবেথ না'তিমপ্পেথ কথচি নং কঞ্চি ;
ব্যারোসনা পটিঘসপ্পা না'প্পমপ্পস্স ছুচ্ছমি'চ্ছেয়া ।
- ৭। মাতা যথা নিয়ং-পুত্তং আয়ুসা একপুত্তম'মুরকেহা ;
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
- ৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ;
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরম'সপত্তং ।
- ৯। তিষ্ঠিৎ চরং নিসিন্নো বা সয়নো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো ;
এতং সতিং অমিট্টেয় ব্রহ্মমে'তং বিহার মি'ধমা'হ ।
- ১০। দি'টিষ্ঠঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো ;
কামেস্স বিনেয়া গেধং নহি জাতু গত্তসেয়াং পুনরে'তীতি ।

—০—

অনুবাদ

নিদান

যে পরিত্রাণ পুনঃপুনঃ আবৃত্তির ফলে যক্ষগণ ভয় দেখায় না এবং দিবারাত্র নিদ্রাহীন ও সুখে নিদ্রা যায়, অথচ দৃশ্যপ্ত দেখে না ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই পরিত্রাণ আবৃত্তি করছি ।

সূত্র

- ১-২। শান্তিপদাকাঙ্ক্ষী অর্থকুশল ব্যক্তিকে ঋজু (কায়বাক সংযত) সুখজু (কুটিলতাহীন) সুবোধ যুহ অনভিমানী সন্তুষ্ট সুভরণীয় অল্পকৃত্য সংলঘুবৃত্তি (অল্পবস্তুযুক্ত) শান্তেল্লিয় স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানী অপ্রগল্ভ ও কুলের প্রতি অনাসক্ত হতে হবে ।

- ৩। বিজ্ঞ-নিন্দনীয় ক্ষুদ্র আচরণও তিনি করবেন না এবং ভাবনা করবেন —সর্বসত্ত্ব সুখী নির্ভয় ও সুখচিন্ত্ত হোক ।
- ৪-৫। সভয়-নির্ভয় হ্রস্ব-দীর্ঘ মহৎ-মধ্যম-ক্ষুদ্র-স্থূল দৃষ্ট-অদৃষ্ট দূর-নিকটবাসী এবং গর্ভস্থ ও ভূমিষ্ঠ বিশ্বেষত প্রাণী আছে সবাই সুখময় চিন্ত্ত হোক ।
- ৬। অনেকে বঞ্চনা এবং অবজ্ঞা করে না। বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধবশতঃ অপরের দুঃখ কামনা করে না ।
- ৭। মাতা যেমন জীবন দিয়েও আপন একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেরূপ সর্বপ্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পরায়ন হও ।
- ৮। সর্বলোকের প্রতি উদ্ব-অধঃ আদি দশদিকে বাধা, বৈর ও প্রতি-দ্বন্দ্বীহীন হয়ে অপ্রমেয় মৈত্রীপরায়ন হও ।
- ৯। দাঁড়ান গমন উপবেশন ও শয়নে নিদ্রাভিভূত না হওয়া পর্যন্ত এই স্মৃতিতে অবস্থানকে ব্রহ্মবিহার বলা হয় ।
- ১০। মিথ্যা-দৃষ্টিভ্যাগী দর্শনসম্পন্ন শীলবান কামসুখভ্যাগী (অনাগামী) গর্ভাশয়ে পুনঃ আগমন করেন না ।



মহামঙ্গল সূত্রং

নিদানং

ক) পণ্ডিতেন ভাসিতং—

যঞ্চ দ্বাদস-বস্মানি চিন্তয়িস্থ সদেবকা

চিরস্ম্য চিন্তয়ন্তা পি নেব জানিংশু মঙ্গলং ।

চক্ৰবাল-সহস্ৰেণু দসসু যেন তত্ত্বকং
 কালং কোলাহলং জাতং যাব ব্রহ্মনিবেসনা ।
 যং লোকনাথো দেসেসি সৰ্বপাপ-বিনাসনং
 যং সুহৃদা সৰ্বদুৰ্জ্জ্বলং হি মুচ্ছন্তাঃ সঞ্চিয়া নরা
 এবমাদি গুণোপেতং মঙ্গলম্ভং ভগাম হে !

খ) আনন্দথেরেন ভাসিতং—

এবম্বে স্মৃতং—একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি জেতবনে
 অনাথপিণ্ডিকস্ম আরামে । অথ খো অপ্রতরা দেবতা অভিকন্তায়
 রত্তিয়া অভিকন্তবল্লা কেবলকল্পং জেতবনং ওভাসেহা যেন ভগবা
 তেহুপসঙ্কমি ; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং অষ্টাসি ।
 একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঞভাসি ।

গ) দেবতা-পঞ্ছো—

বহু দেবা মমুস্মা চ মঙ্গলানি অচিস্তস্যুং
 আকঙ্কমানা সোথানং ক্রহি মঙ্গলমুত্তমং ।

সুত্তং

ভগবা অবোচ —

- ১। অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
 পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ২। পতিরূপ-দেসবাসো চ পুৰুষে চ কতপুণ্ডতা
 অন্তসম্মা-পণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৩। বাহুসচ্চঞ্চ সিদ্ধঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্ষিতো
 সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৪। মাতাপিতৃ উপৰ্জ্জানং পুত্তদারস্ম সঙ্গহো
 অনাকুলা চ কস্মন্তা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

- ৫। দানঞ্চ ধম্মচরিয়্যা চ ঐতাকানঞ্চ সঙ্গহো
অনবজ্জানি কস্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৬। অরতী বিরতী পাপা মজ্জপানা চ সঞ্জমো ;
অপ্লমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৭। গারবো চ নিবাতো চ সন্তট্ঠী চ কতঞ্জুতা ;
কালেন ধম্মসবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৮। খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং ;
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৯। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়-সচ্চানদস্সনং
নিব্বান-সচ্ছিকিরিয়্যা চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১০। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিন্তং যস্স ন কম্পতি
অসোকং বিরজ্জং থেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১১। এতাদিসানি কহ্বান সব্বথম'পরাজিতা
সব্বথ সোথিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গল মুত্তম'ন্তি ।

—.°—

অনুবাদ

নিদান

ক) পণ্ডিত ভাষিত—

‘মঙ্গল কিসে হয়’ দশ হাজার চক্রবালের নর-দেব-ব্রহ্মা দ্বাদশ বর্ষ গবেষণা করেও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। সেই ‘মঙ্গল-কোলাহল’ দশ সহস্র চক্রবালের ভবাগ্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সর্বপাপবিনাশক মঙ্গল লোকনাথ বুদ্ধ দেশনা করেন, যা শুনে অসংখ্য মানব সর্ব-দুঃখ হতে মুক্ত হন — ইত্যাদি গুণযুক্ত মঙ্গল আবৃত্তি করছি।

খ) আনন্দস্থবির ভাষিত—

আমি শুনেছি যে একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরাধ্যে অবস্থান কালে এক দেবতা আপন দেহপ্রভায় সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে গভীর রাতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবানকে অভিবাদন করে একস্থানে দাঁড়িয়ে গাথায় প্রশ্ন করেন।

গ) দেবতার প্রশ্ন—

ভগবান! বহু দেব-মানব মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করে প্রকৃত মঙ্গল জ্ঞানতে পারেন নি। আপনি অনুকম্পা করে শুনতে ইচ্ছুক আমাদের উত্তম মঙ্গল-বিষয় বলুন।

সূত্র

ভগবানের উত্তর—

- ১। মুখের সেবা হতে বিরত হওয়া, পণ্ডিতের সেবা করা এবং পূজনীয়ের পূজা করা উত্তম মঙ্গল।
- ২। প্রতিরূপ দেশে বসবাস, পূর্বকৃত পুণ্য এবং সম্যক আত্মপ্রতিষ্ঠা উত্তম মঙ্গল।
- ৩। বহুশ্রুতি, শিল্পজ্ঞান, বিনয়ে সুশিক্ষা ও সুভাষিত বাক্য উত্তম মঙ্গল।
- ৪। মাতাপিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ এবং অনাকুল কর্ম উত্তম মঙ্গল।
- ৫। দান, ধর্মাচরণ, জ্ঞাতীদের উপকার ও অনবদ্য (নিদোষ) কর্ম উত্তম মঙ্গল।
- ৬। পাপে অনাসক্তি ও বিরতি, মদ্যপানে সংযম এবং ধর্মে অপ্রমাদ উত্তম মঙ্গল।
- ৭। গৌরব, বিনীতভাষ, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ উত্তম মঙ্গল।
- ৮। ক্রান্তি, সুবাস্তা, শ্রমণ-দর্শন এবং যথাকালে ধর্মালোচন উত্তম মঙ্গল।
- ৯। তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য-পালন, আর্হসত্য-দর্শন এবং নির্বাণ সাংক্কাংকার উত্তম মঙ্গল।

- ১০। লোকধর্মে অবিচলতা, শোকহীনতা, বিরজতা ও ক্ষেম (নিরাপদতা) উত্তম মঙ্গল ।
- ১১। এ সবেৰ সম্পাদনকারী সৰ্বত্র অপরাঞ্জিত হন ।
তাঁদের সৰ্বত্র শুভ হয় । এ সবই তাঁদের উত্তম মঙ্গল ।

—০—

বোজ্জ্বল্ল পরিত্তং

নিদানং

সংসারে সংসরন্তানং সব্বতুচ্ছাবিনাসনে ;
সত্তথস্মে চ বোজ্জ্বল্লো মারসেনপ্পমদ্দিনো ।
বুজ্জিহ্বা যে পি'মে সথা তিভবমুত্তকু'ত্তমা ;
অজাতিং অজরা-ব্যাধিং অমতং নিভয়ং গতা ।
এবমাদি-গুণূপেতং অনেকগুণসংগহং ;
ওসধঞ্চ ইমং মন্তং বোজ্জ্বল্লন্তং ভণামহে ।

পরিত্তং

- ১। বোজ্জ্বল্লোং সতিসংখাতো ধম্মানং বিচরো তথা ;
বীরিয়ং পীতি পস্সন্ধি বোজ্জ্বল্লা চ তথা'পরে ।
- ২। সমাধু'পেক্খা বোজ্জ্বল্লা সত্তে'তে সব্বদস্সিনা ;
মুনিনা সম্মদ'ক্খাতা ভাবিতা বহুলিকতা ।
- ৩। সংবত্তন্তি অভিপ্রায় নিব্বানায় চ বোধিয়া ;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোখি মে হোতু সব্বদা ।

১। এ পরিত্রাণ-আবৃত্তি সর্বরোগ বিনাশের সহায়ক হয় ।

- ৪। একস্মিং সময়ে নাথো মোঙ্গলানঞ্চ কস্মপং ;
গিলানে ছুক্ষিতে দিস্মা বোজ্জঙ্গে সত্ত দেস্ময়ি ।
- ৫। তে চ তং অভিনন্দিষ্মা রোগা মুক্ষিস্মু তংথণে ;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে হোতু সৰ্বদা ।
- ৬। একদা ধম্মরাজা পি গেলপ্পেনা'ভিপীলিতো ;
চুন্দথেরেন তপ্পেব ভণাপেহান সাদরং ।
- ৭। সম্মোদিষ্মা চ আবাব্ধা তম্হা বূট্টাসি ঠানসো ;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে হোতু সৰ্বদা ।
- ৮। পহীনা তে চ আবাব্ধা তিল্লম্পি মহেসিনং ;
মগ্গাহত-কিলেসা'ব পত্তা'নুপত্তি-ধম্মতং ;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে হোতু সৰ্বদা ।
সৰ্বরোগো বিনস্মতু ;
হোতু মে জয়মঙ্গলং ।

—০—

অনুবাদ

নিদান

সংসারে সংসরণকারী প্রাণীদের মারসেনা-প্রমর্দক ও সর্বত্রঃখ
বিনাশক সপ্ত বোধাঙ্গধর্ম যথাযথ জেনে ত্রিভবশ্রেষ্ঠ শান্তাগণ জন্ম-জরা-
ব্যাধি-ভয়রহিত অমৃত নির্বাণ লাভ করেছেন ; তেমন বহুগুণযুক্ত মল্লোষধ
বোধাঙ্গ-পরিভ্রাণ আবৃত্তি করছি ।

পরিভ্রাণ

- ১-৩। বোধি অভিজ্ঞা ও নির্বাণ-প্রদায়ক স্মৃতি ধর্মবিচার বীর্য প্রীতি
প্রশান্তি সমাধি ও উপেক্ষা এই সপ্ত বোধাঙ্গ সর্বদর্শী মুনি কর্তৃক
ভাবিত বধিত ও সমাকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে । সত্যপ্রভাবে আমার
শুভ হোক ।

৪—৫। এক সময় মৌদগলায়ন ও কশ্যপকে রুগ্ন ও হুঃখিত দেখে নাথ (বুদ্ধ) এই সপ্ত বোধাঙ্গ দেশনা করেন । তাঁরা তা অভিনন্দন করে তৎক্ষণাৎই রোগমুক্ত হন । এ সত্য প্রভাবে আমার শুভ হোক ।

৬—৭। একদা ধর্মরাজ বুদ্ধও রোগাভিভূত হয়ে চন্দ্রথেরের দ্বারা তা সাদরে আর্হস্তি করান । বুদ্ধ তা অনুমোদন করে সেই মুহূর্তেই রোগমুক্ত হন । এ সত্য প্রভাবে আমার শুভ হোক ।

৮। যথাধর্মপ্রাপ্ত মার্গাহত ক্লেশের ন্যায় তিন মহর্ষীর রোগ প্রহীন হয় । এ সত্যপ্রভাবে আমার শুভ হোক ।

—০—

জয় পরিত্রুং

সিরি-ধীতি-মতি-তেজ-জয়সিদ্ধি-মহিদ্ধাদি মহাগুণসম্পন্নস্য
অপরিমিত-পুণ্ড্রাধিকারিস্য সর্বগু-লোকজেষ্টস্য সর্বসুত্রায়-নিবারণ
সমর্থস্য ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস্য চতুরাসীতি-সহস্য-ধম্মক্সদ্ধানু-
ভাবেন দ্বাভিঃস-মহাপুরিসলক্সণানুভাবেন অসীত্যানুব্যঞ্জনলক্সণানুভাবেন
অষ্টীন্তুরসত-মঙ্গলানুভাবেন অষ্টীরস-অসাধারণ-ধম্মানুভাবেন দসপার-
মিতানুভাবেন দস-উপপারমিতানুভাবেন দস-পরমর্থপারমিতানুভাবেন
দসবলানুভাবেন নবলোকুন্তুরধম্মানুভাবেন নবসমাপত্ত্যানুভাবেন অষ্টীঙ্গিক-
মঙ্গলানুভাবেন অষ্টী-সমাপত্ত্যানুভাবেন সত্ত-বোজ্জ্ঞানুভাবেন ছলভিণ্ডা-
নুভাবেন ছব্বল্ল-রংস্যানুভাবেন পঞ্চিঙ্গিয়ানুভাবেন পঞ্চবলানুভাবেন
চতুসচ্চানুভাবেন চতু-ইদ্ধিপাদানুভাবেন চতু-সম্মগ্গধানানুভাবেন চতুসতি-
পষ্ঠানানুভাবেন মেত্তা-করুণা-মুদিতা-উপেক্স্যানুভাবেন রতনত্তয়ানুভাবেন
রতনত্তয়-সরগানু-ভাবেন সর্ব বুদ্ধ-ধম্ম-সংঘানুভাবেন পিটকত্তয়ানুভাবেন
সীল-সমাধি-পণ্ড্যানুভাবেন ইদ্ধানুভাবেন বলানুভাবেন তেজ্যানুভাবেন

এঃয়ধম্মানুভাবেন কেতুমালানুভাবেন ময়্‌হং সৰ্বরোগ-সোক-ভয়-বের-
উপদব-অন্তরায়-অবমঙ্গল-গহদোস - ছস্মুপিন - ছুখ - দোমনস্মুপায়াসা
বিনাসমেত্ত । ময়্‌হং সৰ্বকুসলসঙ্কপ্পা সমিচ্ছান্ত, সতবস্সজীবেন সমঙ্গিকো
হোমি । আয়ুবজ্জকো বল্লবজ্জকো বলবজ্জকো ধনবজ্জকো যসবজ্জকো
সিরিবজ্জকো সুখবজ্জকো পুণ্ণবজ্জকো পণ্ণাবজ্জকো চ হোমি সৰ্বদা ।
আকাস-পবত-বন-ভূমি-তটাক-গঙ্গা-মহাসমুদবাসী চ আরকহ্ণকা দেবতা
সদা ময়্‌হং অনুরহ্ণান্ত ।

- ১ । ছহ্ণ-রোগ-ভয়া-বেরা-সোক-সন্তুপদবা
অনেক-অন্তরায়্যা পি বিনস্সন্ত চ তেজসা ।
- ২ । জয়সিদ্ধি ধনং লাভং সোখি-ভাগ্যং সুখং বলং
সিরি আয়ু চ বল্লো চ ভোগবুদ্ধি চ হোতু মে
- ৩ । পঞ্চমারে জিতো নাথো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং
চতুসচ্চং পকাসেসি মহাবীরং নমাম্য'হং ।
এতেন সচ্চবজ্জেন সৰ্বমারা পলায়ন্তু [৩]
- ৪ । ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রহ্ণন্তু সৰ্বদেবতা
সৰ্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোখি ভবন্তু মে ।
সৰ্বধম্মানুভাবেন ... সৰ্বসজ্জানুভাবেন ॥

—০—

অনুবাদ

শ্রী-ধৃতি-মতি-তেজ-জয়সিদ্ধি মহাঋদ্ধি আদি মহাপুণ্যবান অপরিমিত
পুণ্যাধিকারী সৰ্বজ্ঞ লোক-জ্যেষ্ঠ সৰ্বান্তরায়-নিবারণ-সমর্থ ভগবান অহঁত
সম্যক সম্বুদ্ধের চুরাশি সহস্র ধর্মসুদ্ধের অনুভাবে বজ্রিশ মহাপুরুষ-
লক্ষণানুভাবে আশি অনুযুক্ত লক্ষণানুভাবে একশ আট মঙ্গলানুভাবে
আঠার অসাধারণ ধর্মানুভাবে দশ পারমিতানুভাবে দশ উপপারমিতানুভাবে

দশ পরমার্থ পারমিতানুভাবে দশ বলানুভাবে নব লোকোত্তর ধর্মানুভাবে নব সমাপত্তানুভাবে অষ্টাঙ্গিক ঋগানুভাবে অষ্ট সমাপত্তানুভাবে সপ্ত বোধাঙ্গানুভাবে ছয় অভিজ্ঞানুভাবে ষড়বর্ণ রশ্মি অনুভাবে পঞ্চেন্দ্ৰিয়ানুভাবে পঞ্চবলানুভাবে চার সত্যানুভাবে চার ঋদ্ধিপাদানুভাবে চার সম্যক প্রধানানুভাবে চার স্মৃতিপ্রস্থানানুভাবে মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষানুভাবে রত্নত্রয়ানুভাবে রত্নত্রয়-শরণানুভাবে সর্ববুদ্ধ-ধর্ম-সংঘানুভাবে পিটক-ত্রয়ানুভাবে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞানুভাবে ঋদ্ধ্যানুভাবে বলানুভাবে তেজ্ঞানুভাবে জ্ঞেয়ধর্মানুভাবে কেতুমালানুভাবে আমার সর্বরোগ-শোক-ভয়-বৈর-উপদ্রব-অন্তরায়-অমঙ্গল-গ্রহদোষ-দুঃস্বপ্ন-দুঃখ দৌর্মনসা-হাহুতাশ বিনাশ প্রাপ্ত হোক । আমার সর্বকুশল সঙ্কল্প সিদ্ধ হোক । আমি শতবৎসরজীবী হই । আমার আয়ু-বর্ণ-বল-ধন-যশঃ-শ্রী-সুখ পুণ্য-প্রজ্ঞা সর্বদা বর্ধিত হোক । আকাশ-পর্বত-বন-ভূমি-তট-গঙ্গা-মহাসমুদ্রবাসী ও রক্ষাকারী দেবগণ সদা আমাকে সর্ববিপদ হতে রক্ষা করুক ।

১। ত্রিভুতেজে আমার দুঃখ-রোগ-ভয়-বৈর-শোক-শত্রুপদ্রব ও সর্ব অন্তরায় বিনাশ প্রাপ্ত হোক ।

২। আমার জয়সিদ্ধি ধনলাভ সৌভাগ্য সুখ বল শ্রী আয়ু বর্ণ ও ভোগসম্পদ বর্ধিত হোক ।

৩। নাথ (বুদ্ধ) পঞ্চমারকে জয় করে উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছেন । চতুঃসত্য-প্রকাশক সেই মহাবীরকে নমস্কার করছি । এই সত্যবাক্যপ্রভাবে আমার সর্বমার পলায়ন করুক ।

৪। আমার সর্বমঙ্গল হোক । সর্বদেবতা আমার রক্ষা করুক, সর্ব-বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘানুভাবে আমার সর্বদাই শুভ হোক ।

মঙ্গল পরিভাষা

- ১। মহাকারুনিকো নাথো হিতায় সবপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সন্তোষিমুত্তমং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ।
- ২। জয়ন্তো বোধিয়া মূলে সন্ধানং নন্দিবস্কনো
এবং ময়ং জয়ো হোতু জয়সু জয়মঙ্গলং ।
- ৩। সৰ্ব্বত্র বুদ্ধরতনং ওসং উত্তমং বরং
হিতং দেবমনুস্মানং বুদ্ধতেজেন সোখিনা
নস্সন্ত উপদবা সবেষ দুক্খা বৃপসমেত্ত মে ।
- ৪। সৰ্ব্বত্র ধম্মরতনং ওসং উত্তমং বরং
পরিতাপসমমং ধম্মতেজেন সোখিনা
নস্সন্তপদবা সবেষ ভয়া বৃপসমেত্ত মে ।
- ৫। সৰ্ব্বত্র সংঘরতনং ওসং উত্তমং বরং ;
আল্লনেয়াং পাল্লনেয়াং সংঘতেজেন সোখিনা ;
নস্সন্তপদবা সবেষ রোগা বৃপসমেত্ত মে ।
- ৬। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু ;
রতনং বুদ্ধসমং নথি তস্মা সোখি ভবন্ত মে ।
.....ধম্মসমং.....সংঘসমং..... ।
- ৭। সবেষ বুদ্ধা বলপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং বলং ;
অরহত্তানঞ্চ তেজেন রক্কং বন্ধামি সব্বসো ;
সবেষ ধম্মা.....সবেষ সংঘা..... ।

- ৮। নখি মে সরণং অগ্রং বুদ্ধো মে সরণং বরং ;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং,
.....ধম্মো মে.....সংঘো মে..... ।
- ৯। নক্কান্ত-যক্কান্ত-ভূতানং পাপগ্গহ-নিবারণা
পরিত্তস্মানুভাবেন হন্তু তেসং উপদদেব ।
- ১০। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেত্তু,
.....ধম্মানুভাবেন.....সংঘানুভাবেন..... ।
- ১১। সব্বীতিয়ো বিবজ্জন্তু সব্বরোগো বিনস্সতু ;
মা মে ভবত্তন্তুরায়ো সুখী দীঘায়ুকো ভবং ।
- ১২। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্কন্তু সব্বদেবতা
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোখি ভবন্তু মে ।
.....সব্বধম্মানুভাবেন.....সব্বসংঘানুভাবেন..... ।
- ১৩। দুক্কাপ্পত্তা চ নিদ্দুক্কাপ্পা ভয়প্পত্তা চ নিত্তয়া ;
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকো হোন্তু সবেবপি পাণিনো ।
- ১৪। এত্তাবতা চ অম্হেহি সন্তত্তং পুপ্পসম্পদং
সবে দেবা অম্মোদন্তু সব্বসম্পত্তি-সিদ্ধিয়া ।

—•—

অনুবাদ

- ১। মহাকারুনিক লোকনাথ সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য সর্ববিধ পারমী
পরিপূর্ণ করে পরম সৎসোধি প্রাপ্ত হয়েছেন । এ সত্য বাক্যে আমার জন্ম-
মঙ্গল হোক ।

- ২। শাক্যদের আনন্দবধক বুদ্ধ বোধিমূলে যেমন জয়ী হয়েছেন সেরূপ আমার জয় ও জয়মঙ্গল হোক।
- ৩। উত্তম ঔষধসম বুদ্ধরত্নের সংকারজনিত পুণ্যপ্রভাবে এবং দেবমানবের হিতকারী বুদ্ধগুণের তেজে অনার্যাসে আমার সব উপদ্রব ও দুঃখ উপশান্ত হোক।
- ৪। উত্তম ঔষধসম ধর্মরত্নের সংকারজনিত পুণ্যপ্রভাবে এবং দাহ উপশমক ধর্মের তেজে অনার্যাসে আমার সব উপদ্রব ও ভয় উপশান্ত হোক।
- ৫। উত্তম ঔষধসম সংঘরত্নের সংকারজনিত পুণ্যপ্রভাবে এবং আস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র সংঘের তেজে অনার্যাসে আমার সব উপদ্রব ও রোগ উপশান্ত হোক।
- ৬। জগতে নানাপ্রকার ষত রত্ন আছে, সবই বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘ-রত্নের সমান নয়। এ সত্যপ্রভাবে আমার শুভ হোক।
- ৭। সর্ববুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ এবং অর্হতদের বল ও তেজ দিয়ে সর্বপ্রকারে রক্ষা বন্ধন করছি।……সর্বধর্ম……সর্বসংঘ।
- ৮। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ, অন্য আমার শরণ নেই— এই সত্যপ্রভাবে আমার জয়মঙ্গল হোক।
- ৯। নক্ষত্র-যক্ষ ভূত ও পাপগ্রহাদি অন্তরায়কারীদের উপদ্রব পরিত্রাণের প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হোক।
- ১০। যে-কোন দুর্নিমিত্ত অমঙ্গল অমনোজ্ঞ পক্ষীশব্দ পাপগ্রহ এবং বিজ্ঞী দুঃখপ্ল, বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘপ্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হোক।
- ১১। সর্ব উপদ্রব বিদূরীত হোক, সর্বরোগ বিনাশ-প্রাপ্ত হোক, আমার কোনও অন্তরায় না হোক, দীর্ঘায়ু ও সুখী হই।
- ১২। আমার সর্বমঙ্গল হোক, আমার সর্বদেবতা রক্ষা করুক, সকল বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘানুভাবে সদাই আমার শুভ হোক।
- ১৩। দুঃখীরা নিঃশুখ, ভীতরা নির্ভীক, শোকীরা নিশোক ও সর্বপ্রাণী সুখী হোক।
- ১৪। এযাবৎ আমাদের দ্বারা যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হয়েছে, তা সর্বদেবতা সর্বসম্পত্তি সিদ্ধির জন্ম অনুমোদন করুক।

অঙ্গুলিমালা পরিভ্রং*

নিদানং

পরিভ্রং যং ভগন্তস্য নিসিন্ধুস্তান ধোবনং ;
উদকম্পি বিনাসেতি সৰ্বমেব পরিস্রয়ং ।
সোখিনা গন্তবুষ্ঠানং যঞ্চ সাধেতি তং খণে
থেরস্য অঙ্গুলিমালাস্য লোকনাথেন ভাসিতং
কল্পষ্টায়িং মহাতেজং পরিভ্রং তং ভণাম হে ।

পরিভ্রং

যতো'হং ভগিনী, অরিয়ায় জাতিয়াজাতো
না'ভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা ।
তেন সচ্চেন সোখি তে হোতু গন্তস্য । [৩]

—০—

অনুবাদ

যে পরিভ্রাণের প্রভাবে এবং আবৃত্তিকারকের আসনধৌত জলে
সর্ববিয় বিনষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ স্বচ্ছন্দে প্রসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়, লোকনাথ
ভাষিত কল্পষ্টায়ী মহাতেজসম্পন্ন অঙ্গুলিমালা-পরিভ্রাণ আবৃত্তি করছি ।

সূত্র

ভগ্নি, যখন হতে আমি আর্যকুলে জন্ম নিয়েছি, তদবধি আমি
সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করিনি— এ সত্য প্রভাবে তোমার এবং তোমার গর্ভের
শুভ হোক ।

*এ পরিভ্রাণ তিনবার আবৃত্তি করে আবৃত্তিকারকের আসনধৌতজল
গর্ভিনীকে অল্প অল্প পান করালে শীঘ্রই সুপ্রসব হয় ।

সীবলী পরিভ্রং

নিদাং

যস্য গুণানুস্মরণেনাপি যক্ষ-চোরা'রি সন্তবং
 উপদ্রবং চ দুঃখং চ ভোগানঞ্চ পরিস্ময়ং ।
 থিগ্নমেব বিনাসেতি উগ্নজ্জি নিরন্তরং
 বিবিধঞ্চ সুখং সৌখ্যং বিপুলং ভোগসম্পদং ।
 তস্য মহাপুণ্ড্রস্য সীবলিস্য যস্যস্মিনো ;
 পরিভ্রম'হং ভগিন্যামি সুগাথ সুদুচেতসা ।

পরিভ্রং

- ১। পত্ন্যুত্তরো নাম জিনো সর্বধম্মেসু চক্কুমা
 ইতো সতসহস্রম্‌হি কণ্ঠে উগ্নজ্জি নায়কো ।
- ২। পত্ন্যুত্তর-বুদ্ধঞ্চ বিপস্মিং চ বিনায়কং ;
 সম্পূজয়িৎ পমুদিতো পচ্চয়েহি বিসেসতো ।
- ৩। ততো তেসং বিপাকেন কম্মানং বিপুলুত্তমং
 লাভং লভামি সর্বথ বনে গামে জলে থলে ।
- ৪। সত্তাহং দ্বারমূল'হো'হং মহাদুঃখসমপ্লিতো
 মাতা মে ছন্দদানেন একমা'সি সুহৃদ্বিত্তা ।
- ৫। কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহন্তম'পাপুণিং
 দেব-নাগা-মনুস্সা চ পচ্চয়ানুপনেন্তি মে ।
- ৬। কিলেসা ঝাপিতা ময়'হং ভবা সৰ্বে সমূহতা
 নাগো'ব বন্ধনং ছেহা বিহরামি অনাসবো ।

১। এই পরিভ্রং আবৃত্তির ফলে যক্ষ, চোর এবং শত্রু আদির উপদ্রব ও দুঃখ
 বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ ধন-সম্পত্তি বর্ধিত হয় ।

- ৭। স্বাগতং বত মে আসি বুদ্ধসেষ্ঠিঅ সন্তিকং
তিস্মা বিজ্জা অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্ম সাসনং ।
- ৮। পটিসন্তিদা চতস্সো চ বিমোক্খা পি চ অট্ঠমে
ছল্লভিঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্ম সাসনং ।
- ৯। রেবতং দস্সনথায় যদা যাতি বিনায়কো
তিংস ভিক্কু-সহস্সেহি সহ লোকগ্গনায়কো ।
- ১০। তদা দেবেহি আনিতং মমথায় অনুত্তরং
পচ্চয়েহি সত্তপ্পিতো সসংঘো লোকনায়কো ।
- ১১। উপটিঠতো ময়া বুদ্ধো গস্সা রেবতম'দস
ততো জেতবনং গস্সা এতদগ্গে ঠপেসি মং !
- ১২। লাভীনং সীবলী অগ্নো মম সিস্সেস্সু ভিক্কবো ;
সব্বলোকহিতো সথা কিত্তয়ী পরিসাস্সু মং ।
- ১৩। দসপারমিতপ্পত্তো পব্বজ্জী জিন-সাসনে ;
মহাপুঞো মহাপুঞো অনাসবো চ সীবলী ।
- ১৪। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী অমিতপ্পত্তো ;
উগ্গতেজো মহাবীরো তেজসা জিনসাসনং ।
- ১৫। অমিতপুঞো সীবলীথেরো সব্বগুণানমা'করো ;
পিয়ো দেব-মন্সুস্সানং পিয়ো ব্রহ্মাণস্সুত্তমং
পিয়ো নাগ-স্সপগ্গানং পীণিল্লিয়ং নমাম'হং ।
- ১৬। অমিততেজো সম্বুদ্ধো বোধিমূলে নিসীদয়ি ;
মারসেনং পমদস্সো অলভি অমতং পদং ।
- ১৭। তস্স জিনস্স সাবকো সীবলী চ মহাবলো ;
তেসং তেজানুভাবেন তুম্হে রক্কন্তু তে সদা ।

- ১৮। পূজেসি সন্মাসমুদ্বং অসীতী মহাসাবকং
সদেব-মনুস্ম-পূজিতং সৰ্বলাভা ভবন্তু তে।
- ১৯। মহাসাবকা অসীতীস্ম সারিপুত্রো ঘসশ্রিনো ;
মোগল্লানো চ সীবলী পুণ্ণথেরো বিসেসতো।
- ২০। এবং অচিন্তিয়া বুদ্ধা বুদ্ধধম্মা অচিন্তিয়া ;
অচিন্তিয়েস্ম পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ে।
- ২১। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি-মেত্তবলেন চ
তেপি তুম্হে অনুরক্কন্তু সৰ্বরোগো বিনস্সতু।
- ২২। তেসং সচ্চেন.....সৰ্বভয়ো বিনস্সতু।
- ২৩।সৰ্বতুস্সো বিনস্সতু।

— — —

অনুবাদ

নিদান

যাঁর গুণানুস্মরণেও যক্ষ-চোর-অরি থেকে উৎপন্ন উপদ্রব দ্বংখ ও ভোগসম্পদের অন্তরায় শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং নিরন্তর বিপুল ভোগ-সম্পদ ও বিবিধ শ্রেষ্ঠ সুখ উৎপন্ন হয়, মহাপুণ্যবান ও যশস্বী সীবলী থেরের পরিজ্ঞাণ আকৃতি করছি। শুদ্ধ চিত্তে তা শ্রবণ করুন।

পরিজ্ঞাণ

- ১। এই হতে লক্ষ কল্প পূর্বে সর্বধর্মে চক্ষুস্মান লোকনায়ক পহুমত্তর নামক জিন জগতে উৎপন্ন হন।
- ২। পহুমত্তর বুদ্ধ ও বিনায়ক বিপস্সীকে প্রত্যক্ষদ্বারা আনন্দচিহ্নে বিশেষভাবে পূজা করেছি।

- ৩। সেই বিপুল উত্তম কর্মফলে আমি বনে গ্রামে জলে ও স্থলে সর্বত্রই উত্তম ভোগ্যবস্তু লাভ করেছি।
- ৪। (আমার অতীত পাপকর্মের বিপাকে) ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি এক সপ্তাহ মহাহুং ভোগ করেছি। (সেই পাপ কাজে) সম্মতি দেওয়ায় আমার মাতাও এমন তীব্র হুং প্রাপ্ত হন।
- ৫। কেশছেদনের সময় আমি অহঁত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। দেব নাগ এবং নরগণ আমার জন্য প্রত্যঙ্গসমূহ আনয়ন করেন।
- ৬। আমার ক্রেশরাশি বিদগ্ধ হয়েছে, ভবসমূহ উৎপাটিত হয়েছে। নাগেন্দ্রের মত বন্ধন ছেদন কবে আমি অনাসব হয়ে বিহার করছি।
- ৭। আমাকর্তৃক বুদ্ধশাসন কৃত হয়েছে। ত্রিবিদ্যা-প্রাপ্ত আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছি।
- ৮। চার প্রতিসন্দিদা, অষ্ট বিমোক্ষ এবং ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমার দ্বারা বুদ্ধশাসন সম্পাদিত হয়েছে।
- ৯-১০। লোকাগ্র-নাগক ত্রিশ হাজার ভিক্ষুর সহিত রেবতদর্শনে যাবার সময় দেবগণ কর্তৃক আমার জন্য আনিত অনুত্তর প্রত্যঙ্গদ্বারা সংঘ লোকনাগককে সম্ভূত করেছি।
- ১১। আমাকর্তৃক পূজিত হয়ে বুদ্ধ রেবতকে দর্শন করেন এবং তথা হতে জেতবনে এসে আমাকে অগ্রস্থানে স্থাপন করেন।
- ১২। সর্বলোকহিতকারী শাস্ত্রা পরিষদে আমার প্রশংসা করতে বলেন—
'আমার ভিক্ষু-শিষ্যদের মধ্যে সীবলীই লাভীশ্রেষ্ঠ।'
- ১৩। দশ পারমিতা-প্রাপ্ত মহাপুণ্যবান ও মহাপ্রজ্ঞাবান সীবলী জিন-শাসন প্রব্রজ্যিত হয়ে অনাসব হয়েছেন।
- ১৪। অমিতপ্রভ উগ্রতেজী মহাবীর বুদ্ধপুত্র সীবলী মহাথের আপন তেজে বুদ্ধশাসন রক্ষা করেন।
- ১৫। নাগ-সুপর্ণ-নর-দেব-ব্রহ্মাদের প্রিয় অমিতপুণ্য সর্বগুণাকর গীনিজ্জিন্ন উত্তম সীবলী থেরকে আমি নমস্কার করছি।
- ১৬। অমিত তেজস্বী সম্বুদ্ধ বোধিমূলে উপবিষ্ট হয়ে মারসেনা প্রমদন করে অমৃতপদ লাভ করেন।

- ১৭। সেই জিনশ্রাবকগণ ও মহাবলবান সীবলী তাঁদের তেজপ্রভাবে তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন ।
- ১৮। সদেব-মনুষ্যপূজিত অশীতি মহাশ্রাবকের সহিত সম্যক সম্বন্ধকে পূজা করা হয়েছে । সেই পুণ্য প্রভাবে তোমাদের সর্ববিধ ভোগসম্পদ লাভ হোক ।
- ১৯। অশীতি শ্রাবকের মধ্যে সারীপুত্র মৌদগলায়ন সীবলী ও পূর্ণথের বিশেষ যশস্বী ।
- ২০। এক্রূপে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম অচিন্তনীয় । অচিন্তনীয়ের প্রতি প্রসন্নদের বিপাকও হয় অচিন্তনীয় ।
- ২১—২৩। তাঁরা তাঁদের সত্য-শীল-ক্ষান্তি-মৈত্রী বলে তোমাদের রক্ষা করুক । তোমাদের সর্ব রোগ ভয় ও দুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হোক ।

—০—

পরিশিষ্ট

‘ক’

রত্নহার

- ১। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভে ভাগ্যবান ;
রোগমুক্ত সুস্থদেহ যার বিদ্যমান ।
- ২। সত্যসম উপকারী বিশ্বে কিছু নাই ;
সত্যকে জানিতে সবে চেষ্টা কর তাই ।
- ৩। তারাদের মাঝে যথা চন্দ্রিমা প্রধান ;
মানবের মধ্যে তথা শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ।

- ৪। প্রজ্ঞাচক্ষু সত্য দেখে তাই শ্রেষ্ঠ ভবে ;
প্রাজ্ঞ হতে প্রাণপণ চেষ্টা কর সবে ।
- ৫। প্রজ্ঞাবান হীন কর্ম না করে কখন ;
শীলবান হিতকারী প্রাজ্ঞ সদা হন ।
- ৬। ক্ষুধায় মলেও সিংহ তৃণ নাহি খায় ;
স্ব-সম্মান বিপদেও বৃধ না হারায় ।
- ৭। ধাই-মা পালেন যথা পরের সন্তান ;
সংসার-কর্তব্য তথা করে প্রজ্ঞাবান ।
- ৮। মানব হইয়া যেন প্রজ্ঞালাভ তরে
দুঃখকে বরণ করি চেষ্টা নাহি করে ।
বলদের সম তার মাংস শুধু বাড়ে
প্রজ্ঞালাভ কভু নাহি করিতে সে পারে ।
- ৯। বিবিধ সুখাদ্য খেলে বল লাভ হয় ;
হজমে অক্ষম হলে শক্তি হয় ক্ষয় ।
ভাল বই পড়ে তথা হয় জ্ঞানবান ;
অসার গ্রহণে হয় মূর্খ ও শয়তান ।
- ১০। সহজে শেখানো যায় জ্ঞানহীন জনে
সুবিজ্ঞে শেখানো যায় আনন্দিত মনে ।
ডিগ্রীধারী অহঙ্কারী জ্ঞানহীন নরে
মহাজ্ঞানী বুদ্ধগণও শেখাতে না পারে ।
- ১১। এপার সাগর হতে দূর পর পার
সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান আকাশ ধরার ।
জ্ঞানী আর মূর্খে তথা পার্থক্য মহান
তাহাদের কৃতকর্ম তাহারি প্রমাণ ।
- ১২। শতায়ু হলেও মৃত প্রমত্ত যে জন
অপ্রমত্ত স্বল্পায়ুর সার্থক জীবন ।

- ১৩। জলের সহিত দুধ অনায়াসে মিশে
নবনীত হলে কিন্তু জলোপরি ভাসে ।
ভোগেতে মিলিয়া যায় সর্বসাধারণ
অনাসক্ত থাকে সদা বিজ্ঞ সাধুগণ ।
- ১৪। কায়ে আর বাক্যে পাপ না করে যে-জন
মনেও অশুভ চিন্তা না করে কখন ।
উদিলে কলুষভাব লাজ পায় মনে
দেবধর্মা বলে তুমি জানিও সে-জনে ।
- ১৫। সংসারেতে সেই সুখী যিনি ধনবান
তাঁর চেয়ে বেঙ্কী সুখী যিনি স্বাস্থ্যবান ।
সুখী-শ্রেষ্ঠ সে-ই যাঁর চরিত্র মহান
সকলের পূজনীয় সেই পুণ্যবান ।
- ১৬। মকর-দশন হতে মণি আহরণ
উত্তাল সমুদ্র তরা করি সম্ভরণ ।
ক্রুদ্ধ সর্পে পুষ্পবৎ মস্তকে ধারণ ;
সবই সোজা সোজা নয় মূর্খ-আরাধন ।
- ১৭। জলে অগ্নি, দণ্ডে গরু, ছত্রে রবি-জ্যোতি
শানিত অঙ্কুশে দমে মদমত্ত হাতি ।
মস্ত্রে বিষ, সর্বরোগ ঔষধেতে ছাড়ে
মূর্খের ঔষধ কিন্তু নাই ত্রিসংসারে ।
- ১৮। বানরেরে মুক্তাহার, সুধাম গাধারে
অন্ধজনে আলো দান, সঙ্গীত বধিরে ।
সুধাময় ধর্মকথা বলা মূর্খজনে
সকলই নিষ্ফল হয় বলে বিজ্ঞগণে ।
- ১৯। মণিযুক্ত সর্প যথা অতি ভয়ঙ্কর
শিক্ষিত মূর্খও তথা বিপদ-আকর ।

- ২০। দুধ দিয়ে সাপ পোষে যদি কোন জন ;
সর্পাঘাতে হয় তার নিশ্চয় মরণ ।
মিত্রতা অসৎ সনে যেই জন করে ;
বহুবিধ দুঃখভোগে সেই জন মরে ।
- ২১। অসতের মিষ্টবাক্য বিষ বলে জেনো ;
সাধুদের তিরস্কার অমৃত মাখানো ।
- ২২। সাধুসঙ্গ মহাপুণ্য সর্ব সুখোদয়
মিত্রতা অসাধু সনে সব পুণ্যক্ষয় ।
- ২৩। পাপী ও অধম হতে সদা দূরে রবে ;
পুণ্যবান সাধুদের নিয়ত সেবিবে ।
- ২৪। গোলাপ সংসর্গে হাত সুগন্ধিত হয় ;
গুণীসনে বালগণ হয় গুণময় ।
- ২৫। বিষ্ঠা সাথে সুখাদ্যও বিষময় হয়
পাপী সনে পুণ্যবান হয় পাপময় ।
- ২৬। বালু ছেড়ে চিনি খায় পিপীলিকাগণ
মন্দ ত্যজি ভাল নেন বুদ্ধিমান জন ।
- ২৭। অসারকে সার বলে যাদের ধারণা
সারের সন্ধান তারা কদাপি পায় না ।
- ২৮। মধু হতে সুমধুর পাপ মনে হয় ;
সেইরূপ মনে হয় পুণ্য বিষময় ।
যথাযথ সময়েতে ফল শুরু হলে
পুণ্যবান সুখী হয় পাপী দুঃখে জলে ।
- ২৯। গাড়ী-চাকা বলদের পাছে যথা ধায় ;
দুঃখ তথা পাপীদের সাথে সাথে যায় ।

- ৩০। আকাশ সাগর কিম্বা পর্বত ভিতরে ;
সর্বস্থানে পাপ যায় দহিতে পাপীরে ।
- ৩১। শুদ্ধ মনে কায়-বাক্ কর্ম যেনা করে ;
ছায়া সম সুখ তারে কভু নাহি ছাড়ে ।
- ৩২। শত্রু লোহা ধ্বংস করে মরিচা যেমন ;
সর্বগুণ নাশ করে আনন্দ তেমন ।
- ৩৩। অপ্রমেয় হিতকারী মাতা-পিতা তরে ;
প্রজ্ঞাবান পুণ্যবান প্রাণও দান করে ।
- ৩৪। জ্ঞানার বিষয় বহু বিশ্বের ভিতর ;
বাধা-বিশ্বে উৎপীড়িত কিন্তু সদা নর ।
জল ছেড়ে দুধ পান করে রাজহাঁস ;
বিজ্ঞ তথা সার লাভে করেন প্রয়াস ।
- ৩৫। সুগন্ধি না ছাড়ে কভু শুকালে চন্দন ;
আহত নাগেন্দ্র নাহি ছাড়ে রণাঙ্গন ;
নিষ্পেষিত আক নাহি মিষ্টরস ছাড়ে ;
ধর্ম নাহি ছাড়ে বিজ্ঞ যদি দুঃখে পড়ে ।
- ৩৬। কথা বলিবার লোক আছে বহু ঢের ;
বড়ই কঠিন মেলা মানুষ কাজের ।
কথা বলা বড় রোগ প্রায় মানবের ;
অকর্মণ্য শুধু দোষ দেখে কর্মীদের ।
আত্মদোষ বিচারিয়া চলে যেই জন ;
জ্ঞানবান সেইজন সুমহান হন ।

‘থ’

পালি-উচ্চারণ

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া নিবাসী পালি-শিক্ষক নূতন চন্দ্র বড়ুয়া ‘সূত্রবিশারদ’ তাঁর ‘চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস’ নামক পুস্তকে লিখেছেন ভিক্ষুদের পালি-উচ্চারণ অশুদ্ধ। তাঁর ধারণা পালি-সংস্কৃতাদি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত পূজ্য ৩বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও ধর্মাধার মহাস্থবির প্রভৃতি পণ্ডিত ভিক্ষুগণের পালি-উচ্চারণ অশুদ্ধ। তাঁরা সবাই বর্মীদের অশুদ্ধ পালি-উচ্চারণ গুরুশরম্পদা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, বাঙালিদের বিশুদ্ধ পালি-উচ্চারণ গ্রহণ করছেন না।

তিনি জানেন না যে বাঙালিদের বাঙলা-উচ্চারণ অশুদ্ধ। তাই তাঁরা পালি-সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধরূপে করতে পারেন না।

পালি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অ আ, ই ঈ এবং উ ঊ এই তিন জোড়া অক্ষর সর্ব-সদৃশবর্ণ। বাঙালিদের উচ্চারণে অ আ শুধু অসবর্ণ নয়, অপর দুই জোড়ার মধ্যেও উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই। শুধু তা-ই নয়, ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে শ ষ স তিনটির ৭ ন ছটির, জ য ছটির এবং ব ব ছটির উচ্চারণ বাঙালিদের মধ্যে একই প্রকার—যা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

বাঙালিরা বাঙলার উচ্চারণ অনুসারে পালি-সংস্কৃতের উচ্চারণও করে থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় বাঙালিদের সংস্কৃত-উচ্চারণ অশুদ্ধ বলে পশ্ছন্দ্য করতেন না। বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলেছেন— “উচ্চারণে দীনাঃ খলু বঙ্গবাসী।”

বাঙালি ব্যতীত অবিভক্ত ভারতের কোনও প্রদেশবাসী এবং পৃথিবীর কোনও দেশবাসী পালি-সংস্কৃতের উচ্চারণ বাঙালিদের মত করেন না। বাঙলা মাতৃভাষা হলেও এ কারণে পণ্ডিত ভিক্ষুগণ বাঙালিদের অশুদ্ধ উচ্চারণ বাদ দিয়ে পালি-সংস্কৃত ভাষাকে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন। তাঁরা কখনও বর্মীদের পালি-উচ্চারণ অন্ধভাবে অনুকরণ করেন না।

সমাপ্ত

সদ্ধর্ম প্রচার ফণ্ড

পুস্তক ছাপিয়ে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য এ পর্যন্ত যে-সব ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা ও ভিক্ষু আমাকে অর্থ সাহায্য করেছেন, সেই অর্থে প্রকাশিত পুস্তক স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারা ‘সদ্ধর্ম প্রচার ফণ্ড’ নামে এক ফণ্ড করা হয়েছে। এই ফণ্ড হতে নূতন বই ছাপিয়ে ও নিঃশেষিত বই পুনর্মুদ্রণ করে প্রচার করা হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে।

‘ধর্মদান সর্ব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’— এ সত্যে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ যে-কেউ এ ফণ্ডে দান দিয়ে সদ্ধর্ম প্রচারে সহায়ক হউন। সুযোগ মত দাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।

এ পর্যন্ত যারা সদ্ধর্ম প্রচার ফণ্ডে দান দিয়েছেন তাদের নাম এ পুস্তকের শেষে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ পুণ্য প্রভাবে তাঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক।

—ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাধের

‘উপাসনা’র জন্য যারা অঙ্কাদান দিয়েছেন তাদের নামের তালিকা

শ্রীমতি স্মৃতি বড়ুয়া (জামসেদপুর) ৫০ টাকা, শ্রী সঞ্জয় বড়ুয়া (চন্দননগর) ৫০ টাকা, শ্রীরাজীব কুমার বড়ুয়া (ইছাপুর) ৫৫ টাকা, শ্রীমতি মিতা বড়ুয়া (ইছাপুর) ৫৬ টাকা, স্নেহলতা বড়ুয়া (ইন্টালি) ৫১ টাকা, শ্রীধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া (ডিগবয়) ৫১ টাকা, শ্রীমতী স্মৃতি-বালা বড়ুয়া (ডিগবয়) ৫১ টাকা, শ্রীমতি পুষ্পরাণী বড়ুয়া (হায়দারাবাদ) ৫১ টাকা, শ্রীরবিন্দ্র বড়ুয়া মহাজন (দুর্গানগর) ৫০ টাকা, শ্রীমতি সংঘমিত্রা বড়ুয়া মহাজন (দুর্গানগর) ৫১ টাকা, ভদন্ত জয়ন্ত বোধি ভিক্ষু (দত্তপুকুর) ১০০ টাকা, শ্রীপুনিল বিহারী বড়ুয়া (ডিগবয়) ৫১ টাকা, শ্রীসন্তোষ কুমার বড়ুয়া (দিল্লী) ৫০ টাকা, শ্রীমতি রাণীপুলিন বড়ুয়া (বোম্বে) ৫১ টাকা, শ্রীবিপুল পুলিন বড়ুয়া (বোম্বে) ৫১ টাকা, শ্রীপ্রদীপ কুমার বড়ুয়া (শিলং) ৫০ টাকা, শ্রীপূর্ণেন্দু বড়ুয়া (আলিপুর জং) ৫১ টাকা, পরলোকগতা বিদীশা বড়ুয়ার স্মৃতি উপলক্ষে (ইছাপুর) ৫০ টাকা, শ্রীনভেন্দু বিকাশ বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫১ টাকা, শ্রীমতি আলপনা বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫১ টাকা, ভদন্ত শীলানন্দ ভিক্ষু (গুজরা, চট্টগ্রাম) ৫০ টাকা, শ্রীমতী লীলাবতী বড়ুয়া (আধারমানিক, চট্টগ্রাম) ৫০ টাকা, শ্রীহকুল কান্তি বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) ৫০ টাকা, শ্রীসমর বড়ুয়া (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীপ্রহ্লাৎ কুমার বড়ুয়া (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীগোপাল চন্দ্র বড়ুয়া (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীউচাপ্র চৌধুরী (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীনরেন্দ্র লাল বড়ুয়া (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীনীল চন্দ্র মারসা (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীচিত্তরঞ্জন বড়ুয়া (কাপ্তাই) ৫০ টাকা, শ্রীসন্তোষ কুমার বড়ুয়া (সেকেন্দ্রাবাদ) ২৫০ টাকা, শ্রীমতি মৃণালিনী বড়ুয়া (বর্ধমান) ৫০ টাকা।

সঙ্কল্প প্রচার ফণ্ডে অঙ্কাদান দাতাদের তালিকা

শ্রীগোরাঙ্গ মোহন বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫০১ টাকা, ভদ্রশ্রী ধর্মেশ্বরী
স্ববির (ইছাপুর) ২৫১ টাকা, শ্রীজীবক কুমার বড়ুয়া (ইছাপুর) ১০০ টাকা
৩/প্রেমপ্রসাদ বড়ুয়া (ইছাপুর) ১০০ টাকা, শ্রীমতী শান্তিদেবী বড়ুয়া
(বিবেকনগর) ৫১ টাকা, আনন্দ বড়ুয়া C/o শ্রীমতি কুন্তলা বড়ুয়া,
(লবন হ্রদ) ৫০ টাকা, শ্রীপঙ্কজ কুমার বড়ুয়া (বহুমানগর) ১০১ টাকা,
শ্রীমতি শান্তিপ্রভা বড়ুয়া (চি, আর পার্ক, নতুনদিল্লী) ৫০ টাকা,
শ্রীবীণাপানি বড়ুয়া (ডিগবয়) ১০৯ টাকা, শ্রীপুষ্কর বড়ুয়া (দিল্লী)
৫০ টাকা, শ্রীঅনাদি রঞ্জন চৌধুরী (বিবেকনগর) ৫১ টাকা, শ্রীসুনীল
বড়ুয়া (শ্যামনগর) ১০১ টাকা, নভেন্দু বিকাশ বড়ুয়া (শিলিগুড়ি)
১০১ টাকা, ভদ্রশ্রী রতন পাল ভিক্ষু (জামসেদপুর) ৫১ টাকা, শ্রীমতি
ছলুরাণী বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫১ টাকা, শ্রীমতি উষা দেবী বড়ুয়া (শিলিগুড়ি)
১০১ টাকা, শ্রীমতি শান্তিপ্রভা বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫১ টাকা, শ্রীমতি
গীতারাণী বড়ুয়া (শিলিগুড়ি) ৫১ টাকা, শ্রীরাম জনম বৌদ্ধ (জগন্নাথ) ৫১ টাকা,
শ্রীরেবতী রঞ্জন বড়ুয়া (ইছাপুর) ৫১ টাকা, শ্রীমতি স্নেহলতা বড়ুয়া
(ইছাপুর) ৫১ টাকা, শ্রীঅমিয় কান্তি বড়ুয়া, (ইছাপুর) ৫১ টাকা,
শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও শ্রীমতি রেণুকা বড়ুয়া (সুঁচিয়া, চট্টগ্রাম)
৯৮ টাকা, শ্রীচ্যবনন্দ তালুকদার (ইছাপুর) ১০১ টাকা, শ্রীশ্রীমণির প্রজ্ঞানন্দ
(কলিকাতা) ১১২-৫০ টাকা, শ্রীপ্রবাল বড়ুয়া (দুর্গানগর) ১০১ টাকা,
ভদ্রশ্রী বুদ্ধপ্রিয় ভিক্ষু (বাংলাদেশ) ১০ টাকা, শিলিগুড়ি নিবাসী
সর্বশ্রীমতি আরতী বড়ুয়া ২৫ টাকা, ননীবালা বড়ুয়া, ১১ টাকা, সেধুবালা
বড়ুয়া, ১১ টাকা, সূজাতা বড়ুয়া ১১ টাকা, মিলনের মাতা ১১ টাকা,
'মনোরমা বড়ুয়া ২০ টাকা, দীপ্তীরামী বড়ুয়া ১০ টাকা, নমিতা বড়ুয়া
২৭ টাকা, সাগরিকা বড়ুয়া ২৫ টাকা, শান্তি বড়ুয়া ২১ টাকা, মণিবালা
বড়ুয়া ২১ টাকা, রমা বড়ুয়া ২১ টাকা, মঞ্জুরাণী বড়ুয়া ২০ টাকা,
মৌনারাণী বড়ুয়া ১০ টাকা, দীপ্তিরামী বড়ুয়া ১২ টাকা, সুভাষী বড়ুয়া
১১ টাকা, মনোরমা বড়ুয়া ৫ টাকা, উষারামী বড়ুয়া ১১ টাকা, হিমালী বড়ুয়া
(ইছাপুর) ১০ টাকা, স্মৃতিকণা বড়ুয়া (দিল্লী) ২৫ টাকা, সুবর্ণময়ী বড়ুয়া
(আনন্দমঠ) ৩০ টাকা, শ্রীরাম বিকাশ (ইষ্টল্যাণ্ড ইছাপুর) ১০ টাকা।